NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিভূতিভূষণের অপু ও রমাঁ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্

গাছ কাটার খবর পেয়েই ঘটনাস্থল রাজ্যপাল ৩

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৬ ভাদ্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.9.2023, Vol.17, Issue No. 94, 8 Pages, Price 3.00

রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল

১১ জন জেলাশাসকের রদবদল, নির্দেশিকা নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্ত্রিসভার রদবদলের পর প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। জেলাশাসক ও আইপিএস মহলে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে এই পর্বে। মোট ১১ জেলার জেলাশাসককে বদল করা হয়েছে। মোট ৩১ জন আইপিএস বদলির নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। মোট ৮ জেলার পুলিশ সুপার বদল করা হয়েছে।

নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা। টানা ৫ বছর উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের দায়িত্ব সামলানোর পর সরানো হচ্ছে অরবিন্দ কুমার মিনাকে। হাওড়ার দায়িত্ব পাচ্ছেন বর্তমানে হুগলিতে নিযুক্ত ড. দীপা প্রিয়া পি। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক তথা জিটিএর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পোন্নাম্বালম এস পূর্ব বর্ধমানের দায়িত্ব পাচ্ছেন। পশ্চিম বর্ধমানের এস অরুণ প্রসাদ নদিয়ার দায়িত্বে আসছেন। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে দার্জিলিং যাচ্ছেন প্রীতি গোয়েল। আলিপুরদুয়ারের দায়িত্বে আসছেন আর বিমলা। অর্থ দপ্তরের বালাসুব্রমণিয়ম কালিম্পংয়ের জেলাশাসক হচ্ছেন। প্রিয়াঙ্কা সিংলা পশ্চিম বর্ধমানের দায়িত্ব পাচ্ছেন। এছাড়াও কয়েকজন জেলাশাসককে প্রশাসনের অন্যান্য দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে বদলির পাশাপাশি একাধিক জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ জেলায় পুলিশ সুপারদের বদল ঘটেছে। কোচবিহার, রানাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরেও পুলিশ সুপার বদল হয়েছে।

রাজ্য পুলিশ বিভাগের উচ্চপদেও একাধিক রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ প্রশাসনে বদলি নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার হলেন আইপিএস সূর্য্যপ্রতাপ যাদব। তিনি কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক পদে ছিলেন। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার হলেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার হলেন আইপিএস আনন্দ রায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার হলেন আইপিএস আনন্দ নাথ কে। হুগলি জেলার পুলিশ সুপার হলেন আইপিএস কামনাশিস সেন। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার পদে আনা হল হুগলির পুলিশ সুপার আইপিএস আমনদীপকে। রানাঘাট পুলিশ সুপার হলেন আইপিএস কুমার সানি রাজ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার হলেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার হলেন আইপিএস চিন্ময় মিত্তল। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার হলেন পলাশচন্দ্র ঢালি, তিনি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি ছিলেন।

রাজ্য পুলিশের উচ্চপদেও হল রদবদল। রাজ্য পুলিশ, হেড কোয়ার্টার ডিআইজি পদে এলেন আইপিএস রশিদ মুনির খান, তিনি মুর্শিদাবাদের ডিআইজি ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ডিআইজি হলেন আইপিএস মুকেশ। বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি হলেন সুমিত কুমার। এসএস আইবি হলেন আইপিএস সুরিন্দর সিং।

এদিকে এর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশেও হয়েছে বেশ কিছু রদবদল।

কলকাতা পুলিশের ডিসি ইবি হলেন আইপিএস রাহুল দে। ডিসি ট্রাফিক হলেন ইয়েলওয়াদ শ্রীকান্ত জগন্নাথরো। ডিসি ডিডি স্পেশ্যাল ভিডিত রাজ বুন্দেশ।

করম পুজোয় ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদিবাস সম্প্রদায়ের করম পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার সার্বিক ছুটি ঘোষণা করেছে। আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর করম পুজো উপলক্ষে রাজ্যের সব সরকারি, আধা সরকারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা ছাড়াও বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বাগিচা শ্রমিকদের কাজের ছুটি থাকবে বলে মঙ্গলবার নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, করম পুজো উপলক্ষে এতদিন রাজ্য সরকার দিনটিতে সেকশনাল হলিডে ঘোষণা করতো।

রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদেশ সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এগারো দিনের বিদেশ সফরে রওনা হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিমান বিলম্বিত হওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে সকাল ৯টা নাগাদ তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন। সেখানে বিশ্ব বাংলা স্টোর ঘুরে দেখেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মানুষকে ভালো ও সুস্থ থাকার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্পেনের ম্যানুফ্যাকচারিং ও অন্যান্য শিল্প জগতের আমন্ত্রণেই তিনি স্পেনে যাচ্ছেন। তাঁরা রাজ্যের শিল্প সম্মেলনে প্রত্যেকবার আসেন, কিন্তু এপর্যন্ত রাজ্যের তরফে সেখানে কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি। সেই কারণেই স্পেনকে বেছে নেওয়া হয়েছে । এছাড়াও দুবাইয়ের একটি সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। বার্সেলোনায় লা লিগার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও শহরের বড় ক্লাবকর্তাদের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সফর শেষে বড় চমকও থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী নিম্নচাপ। যা শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তার জেরে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবারের পর বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২ দিনে বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম। এরই পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামলেই গরম কমবে। কারণ, গত কয়েকদিনে বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে বটে, তবে তাতে তাপমাত্রা সেভাবে খুব একটা কিছু কমেনি। সকাল থেকেই তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী। সকাল আটটাতেই খরতাপে নাজেহাল সকলেই। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায়, ঘাম হচ্ছে মারাত্মক। তবে আমজনতার কথায় বৃষ্টি তো হচ্ছে যেন 'ওয়ার্ড ভিত্তিক'। অর্থাৎ এ পাড়ায় বৃষ্টি হচ্ছে তো ও পাড়া শুকনো। তবে ঝেঁপে বৃষ্টি হলে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমার আশা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। বুধবারের মধ্যেই সেই ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরে নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়ে ওডিশা-অন্ধ্র উপকূলের দিকে সরতে পারে।

কেরলে ফের ছড়াল নিপা ভাইরাস আতঙ্ক, মৃত দুই

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

তিরুঅনন্তপুরম, ১২ সেপ্টেম্বর: সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে কেরলে দু'জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী নিপা ভাইরাস। মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। তিনি আরও জানিয়েছেন, দক্ষিণের এই রাজ্যে নিপা ভাইরাসের মোকাবিলায় কেরল সরকারকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলও কেরলে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের কাছে মাণ্ডব্য বলেন, 'কেরলে নিপা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কী ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের সহায়তায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে।' সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ৩০ অগস্টের পর সোমবার কেরলের কোঝিকোড়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে দু'জনের 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আশঙ্কা ছিল, মৃতেরা নিপা ভাইরাসের কবলে পড়েছিলেন। সোমবার কোঝিকোড় জেলা জুড়ে নিপা ভাইরাস বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। অন্য দিকে, এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ইতিমধ্যেই কোঝিকোড়ে একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছে কেরল সরকার।

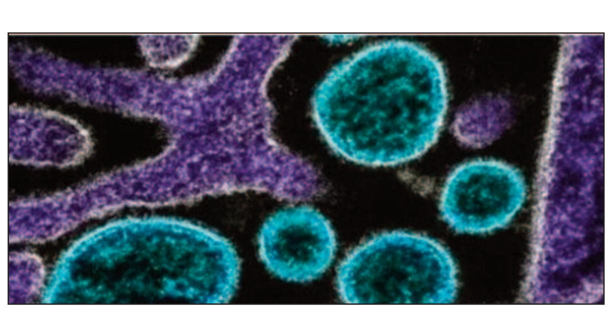

গোটা পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। মৃত দু'জনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের সন্ধান মিলেছে। তাঁদের চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সতর্ক থাকাটা জরুরি। এই ভাইরাসের মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তর যে রূপরেখা তৈরি করেছে, তা মেনে চলার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

লিবিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় এপর্যন্ত মৃত প্রায় ২ হাজার

ত্রিপোলি, ১২ সেপ্টেম্বর: লিবিয়ার ভয়াবহ বন্যায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১ হাজার মানুষের। ডারনা শহরের স্থানীয় প্রশাসনের অনুমান, এই সংখ্যাটা দ্রুত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত ২ হাজারেও পৌঁছে যেতে পারে মৃতের সংখ্যা। শহরের অন্তত ২৫ শতাংশ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন লিবিয়ার স্থানীয় প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত বন্যায় নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৬ হাজার মানুষ।

বিস্তারিত আমার দুনিয়ায়

রিভার্স সমন্বয় কমিটির বৈঠকে নয়, আজ ইডি দপ্তরে যাবেন অভিষেক

সমন পাঠালেও কড়া পদক্ষেপ নয়: আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোটের সমন্বয় কমিটির বৈঠক। 'ইন্ডিয়া'র ওই কমিটির সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি প্রথম সমন্বয় কমিটির বৈঠকে হাজির থাকতে পারবেন? প্রশ্ন উঠছে কারণ, ওই একই দিনে কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের পদক্ষেপ কী হবে? তা মঙ্গলবার দলের পক্ষে স্পষ্ট করা হল। বিকেলে এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং পার্থ ভৌমিক। সেখানেই পার্থ বলেন, 'উনি (অভিষেক) তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় পান না। সেটা আগামিকাল আপনারা দেখে নেবেন।' এখানেই না থেমে তিনি বলেন, 'আসলে অভিষেকের শিরদাঁড়া সোজা, শুভেন্দুর মতো শিরদাঁড়া বিক্রি করেননি।'

এদিকে, প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় আদালতে বড় স্বস্তি অভিষেকের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠানো হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়, আদালতে এমনটাই মৌখিক আশ্বাস দিল ইডি। একইসঙ্গে ইডি-র তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কিছু তথ্যের জন্যই সমন করা হয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিকে এই মামলায় কড়া পদক্ষেপ না করার পরামর্শই দিতে দেখা যায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষকে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এও জানান, কোনও পদক্ষেপের আগে একটু অপেক্ষা করার পরামর্শ দেব। সমন দেওয়ার অধিকার আছে। রেইড করারও অধিকারও আছে। তবে আদালতে বিচারাধীন বলে পরামর্শ কোনও কড়া পদক্ষেপ যেন না করা হয়।

এদিনের সওয়াল-জবাব চলাকালীন ইডির বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দাগেন অভিষেকের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তিনি জানান, ইডি-র অভিসন্ধি আছে। সেই অভিসন্ধি নিয়েই সমন পাঠাচ্ছে। কোনও তথ্যই নেই। তাও সমন পাঠানো হচ্ছে। এরপরই ইডির তরফে আইনজীবী রাজু জানান, 'আমরা বলিনি গ্রেপ্তার করা হবে। কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়। আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই তথ্য জোগাড় করার জন্য।'

প্রসঙ্গত, ১৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার শেষ শুনানি। ওই দিন লিখিত বক্তব্য দেবেন উভয় পক্ষের আইনজীবীরা। তারপর রায় দেবেন বিচারপতি। এদিকে আজই রয়েছে ইন্ডি নামক জোটের কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বৈঠক। সেখানে হাজির থাকার কথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিনই তাঁকে তলব করছে ইডি। যা নিয়েই শোরগোল চলছে নানা মহলে। এরইমধ্যে আদালতের এই সওয়াল-জবাব পর্ব নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। তবে এরই মধ্যে ইডি সূত্রে খবর মিলছে, বুধবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে হাজিরা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় নুসরতকে ৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ম্যারাথন জেরা

ইডির সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, দাবি অভিনেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় ৬ ঘণ্টা ২৯ মিনিটের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি-র দপ্তর থেকে বের হতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানকে। কারণ, এই ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় সামনে এসেছিল তাঁর নাম। এরপরই তাঁকে তলব করেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি-র আধিকারিকেরা। এই তলব পাওয়ার পরই মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৪২ মিনিট নাগাদ তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন। এরপর বিকাল ৫টা ১১ মিনিট নাগাদ তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের হতে দেখা যায়। তবে এদিন যেভাবে তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসেন তাতে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী বলেই মনে হচ্ছিল। তবে তাঁকে ফের ডাকা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুখে কুলুপ আঁটেন। তবে এরই মধ্যে এটুকু তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন।

অন্যদিকে, ইডি সূত্রে পাওয়া খবর, তদন্তে সহযোগিতা করেছেন তিনি। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থায় ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, কীভাবে তিনি ডিরেক্টর হয়েছিলেন, কোনওভাবে তিনি আর্থিকবাবে লাভবান হয়েছিলেন কিনা তাও জানতে চেয়েছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ উঠেছে, প্রতারণার দু'কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন নুসরত। তা নিয়েও এদিন নুসরতকে নানা প্রশ্ন করা হয় বলে খবর। ফ্ল্যাট কেনার টাকার উৎস সম্পর্কিত যাবতীয় নথি নুসরত ইডির কাছে জমা দিয়েছেন বলে খবর। জমা দিয়েছেন আয়-ব্যায়ের হিসাব, ব্যাংক ডিটেলস। সেই সমস্ত নথি দেখেই রাকেশ সিং ও রূপলেখা মিত্র-সহ ওই সংস্থার বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন ইডির আধিকারিকার। তারপর ফের যদি নুসরতকে ডাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রে খবর।

ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর, দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত ৩

ইম্ফল, ১২ সেপ্টেম্বর: ফের রক্তাক্ত হিংসাদীর্ণ মণিপুর। দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন ৩ জন কুকি। হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করার পরও থেকে থেকেই জ্বলে উঠছে হিংসার আগুন। গত এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটল উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কাংপোকপি জেলার কাংগুই এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। কাংপোকপি জেলার পুলিশ সুপার থলু রকি জানিয়েছেন, ৩ জন কুকি গাড়ি করে আসছিলেন। সেই সময় তাঁদের উপর গুলি চালানো হয়। যদিও এই হামলা ছিল অতর্কিতে। কোনও গুলির লড়াইয়ের খবর মেলেনি। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ইম্ফল ওয়েস্ট ও কাংপোকপি জেলায় সন্দেহভাজনদের খুঁজতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ও অসম রাইফেলস।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠেছিল মণিপুর। সূত্রের খবর, সশস্ত্র স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সেনাবাহিনীর। এই ঘটনায় মৃত্যু হয় দু'জনের। আহত অন্তত ২০ জন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কুকি ও মেতেই দুই সম্প্রদায়ের জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে সেনাবাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে হাতিয়ার জমা নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। তবে সন্ত্রাসদমন প্রক্রিয়ায় বাধা দিচ্ছে মেইরা পাইবির মতো সংগঠনগুলি। সাধারণ মানুষ বা 'ভূমিপুত্র'রা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জঙ্গিদের আড়াল করছে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরাল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৭৯৭ নং এফিডেভিট বলে Hemonta Kumar Kolay S/o. Kashi Nath Kolay ও Hemanta Kr. Kolay S/o. Lt. K. N. Kolay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৪২ নং এফিডেভিট বলে Pratap Nandi S/o. Pareshnath Nandi ও Pratap Ch Nandi S/o. P. N. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৪১ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Singh Roy S/o. Dharmadas Singha Roy ও Jayanta Sinha Ray S/o. D. Das Sinha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৩২৪ নং এফিডেভিট বলে Narayan Chandra Saha S/o. Manoranjan Saha ও Narayan Saha S/o. M. R. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬১৮ নং এফিডেভিট বলে Bikash Porel S/o. Dulal Chandra Porel ও Bikash Poel S/o. Dulal Poel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sudipta Kumar Ghosh S/o. Mihir Kumar Ghosh ও Sudipta Kr. Ghosh S/o. M. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Veena Bishnu daughter of Tulsidas Jamnadas Sadani, wife of Shibaji Bishnu, residing at 77/IN, R.K. Chatterjee Road, Kasba, Kolkata-700042, West Bengal, India, do hereby declare vide affidavit filed before the Ld. Metropolitan Magistrate, Kolkata dated 08.09.2023 and serial no 54 that in my lots of share certificates and PAN card name is wrongly recorded as Veena Shibaji Bishnu in the place of Veena Bishnu. My actual and correct name is Veena Bishnu. Veena Bishnu and Veena Shibaji Bishnu is the same and one identical person.

CHANGE OF ADDRESS

We are the Partners of Gold Star Enterprise Bearing Trade Licence No./ Exisiting Reg. No. 31851. Our Business Address has been changed from 11A/1/30, Sepco Township DGP-05 to AC-34, Micheal Faraday Sarani, non Company City Centre, Durgapur-713216. Dist. Paschim Bardhaman. W.B. Above Statements made are true to the best our knowledge and belief.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ২৬ শে ভাদ্র। বুধবার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন ,শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কর্পূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন ।স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ ।দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ।ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি ।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ অঘোর চতুর্দশী। বিপ্লবী যতীন দাস র প্রয়ান দিবস। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের প্রয়ান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩১/২০২২

সন্তু আদক ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, শ্রী সন্তু আদক, পিতা তপন আদক, সাং- নবগ্রাম, পোঃ - মানকুন্ডু, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী অত্র আদালতে গত ইংরাজী ১১/০১/২০১৪ তারিখে পরলোকগত আশুতোষ আদক, পিতা- ঁঅমূল্য চরণ আদক, সাং- নবগ্রাম, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী দ্বারা উইলকৃত জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বরের অধীন ৩ নং নবগ্রাম মৌজায় এল.আর ৪২ নং খতিয়ানভুক্ত এক বন্দে এল.আর. ১১২৫ নং দাগে বাস্তু গৃহাদী সমেত ১৲ ষোল আনায় ২৪ শতক মধ্যে ১২ শতক সম্পত্তি যাহা চন্দননগর পৌর নিগমের ২৯ নং ওয়ার্ডের ১৫৯ নং হোল্ডিংভুক্ত হইতেছে তাহার জন্য প্রবেট চাহিয়া অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে/উপযুক্ত মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় শুনানী অন্তে একতরফা বিচারে দরখাস্তকারীর অনুকূলে আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারী পক্ষে উকিলবাবু
নেপাল চন্দ্র সেন
আইনজীবী

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
০৪/০৮/২৩

নোটিশ

মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৬০/২০২২

দরখাস্তকারী শ্রী সায়ক সেনগুপ্ত, পিতা-স্বর্গীয় জয়ন্ত সেনগুপ্ত, সাং এন.এস.রোড, গাজিপীরতলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০১।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার অধীন এন.এস.রোড, গাজিপীরতলা, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০১ নিবাসী অধুনামৃত জয়ন্ত সেনগুপ্ত, পিতা-স্বর্গীয় অরুন সেনগুপ্ত গত ইংরাজী ২৬/১১/২০১৮ তারিখে বে-উইল অবস্থায় পরলোকগমন করায় তাহার ত্যক্ত চুঁচুড়া বাজার পোষ্ট অফিস-এ একটি ২,৪০,০০০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার টার্ম ডিপোজিট, এল.আই.সি. কলকাতা লেক-টাউন শাখায় একটি পলিসিতে ৭০,০০০৲ (সত্তর হাজার) টাকা বা মোট গচ্ছিত ৩, ১০,০০০৲ (তিন লক্ষ দশ হাজার) প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

শিশির সাহা
এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
স্বা/- শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী

ইউনিয়ন অফিস দখল ঘিরে উত্তেজনা শ্যামনগরের এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল সমর্থিত শ্যামনগর এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের অফিস দখল ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ালো শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়। এদিন বেলায় র‌্যাফ-সহ জগদ্দল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী কারখানার ভেতরে ঢোকে। অভিযোগ, পুলিশকে দিয়ে মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের অফিস দখল করার চেষ্টা করলে রুখে দাঁড়ান ওই ইউনিয়নের সদস্যরা। ইউনিয়ন অফিস আগলে তাঁরা দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের লোকজনের উপস্থিতিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছে উক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের দুই সদস্য দীপককুমার বর্মা ও পরমেশ্বর সিং। পুলিশ ইউনিয়ন অফিসের কাছ থেকে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। এরপর কারখানা কর্তৃপক্ষ এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর ইউনিয়নের অফিস দখল করে নেয়।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেও ইউনিয়ন অফিস দখল ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়। এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস, অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসে ২৬ দিন কাজ-সহ পাঁচ দফা দাবিতে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ইউনিয়নের তরফে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই দাবি-দাওয়া মানতে নারাজ। দাবি-দাওয়া আদায়ে তারা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তাই কর্তৃপক্ষ জোর করে এদিন পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তাদের ইউনিয়ন অফিস দখল করে নিয়েছে। আক্রান্ত মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের সহ-সভাপতি পরমেশ্বর সিং বলেন, জোর করে ইউনিয়ন অফিস দখল আটকাতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকেই অল্প-বিস্তর আহত হয়েছেন।

হাওড়া ও হুগলিতে জেলাশাসক বদল

দীপপ প্রিয়া।

মুক্তা আর্যা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চার বছরের মাথায় জেলা শাসক পরিবর্তন হল হাওড়া জেলাতে। হাওড়ার জেলাশাসক হয়ে এলেন হুগলির প্রাক্তন জেলাশাসক দিপপ প্রিয়া পি। ১২ সেপ্টেম্বর নবান্ন থেকে জারি করা হয় নির্দেশিকা। রাজ্যের অতিরিক্ত চিফ সেক্রেটারির স্বাক্ষর সম্বলিত ওই নির্দেশিকাতে দিপপ প্রিয়া পি-কে হাওড়া জেলার জেলাশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

২০১৯ সালের পর হাওড়াতে জেলাশাসকের দায়িত্বে আসেন মুক্তা আর্যা। তাঁকে হুগলি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে নতুন জেলাশাসক দিপপ প্রিয়া হাওড়ার জেলাশাসক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেন পূর্ববর্তী জেলা শাসক মুক্তা আর্যার থেকে। আবার একইভাবে মুক্তা আর্যা তার হুগলি জেলার দায়িত্বভার বুঝে নেন ওই জেলার পূর্ববর্তী জেলাশাসক দিপপ প্রিয়া পি-র থেকে।

হিন্দি প্রকোষ্ঠের সংগঠন মজবুত করার ডাক দিলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দমদম-ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি অমিত গুপ্তার উদ্যোগে মঙ্গলবার ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ শতবার্ষিকী ভবনে ঘটা করেই পালিত হল হিন্দি দিবস। এদিনের অনুষ্ঠানে হিন্দি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যারাকপুবের সাংসদ অর্জুন সিং তৃণমূলের হিন্দি প্রকোষ্ঠের সংগঠন আরও মজদূত করার ডাক দিলেন। সাংসদের কথায়, কমপক্ষে রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে হিন্দিভাষীরা ডিসাইডিং ফ্যাক্টরের ভূমিকায়। তাই হিন্দি ভাষীদের বেশি করে দলে আনতে হবে। সাংসদ এদিন গর্বের সঙ্গে বলেন, 'ভাটপাড়া হিন্দিভাষী ক্ষেত্র। চলতি বছরে এখান থেকে ৩৫ জন প্যারা মিলিটারিতে চাকরি পেয়েছেন। তাছাড়া অনেকে মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ডব্লুবিসিএস পড়ছে।' হিন্দি ও উর্দু ভাষার সফল সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদকে এদিন স্মরণে এনে সাংসদ বলেন, 'বামআমলে ভাটপাড়ায় তাঁর নামাঙ্কিত প্রেক্ষাগৃহ গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে প্রেমচাঁদ ভবন বেহাল দশায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তিনি পুরপ্রধান থাকাকালীন মহান সাহিত্যিকের নামাঙ্কিত ভবনটিকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। অমিত গুপ্তার এহেন উদ্যোগের তারিফ করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ।' এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন দমদম-ব্যারাকপুর জেলার তৃণমূল সভাপতি তাপস রায়, জেলার তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি অমিত গুপ্তা, ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর মকসুদ আলম প্রমুখ।

কেরলে পর্যটক টানতে বড় করা হল চ্যাম্পিয়নস বোট লিগকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১২ সেপ্টেম্বর: দেশিয় পর্যটকের সংখ্যায় সন্তোষজনক বৃদ্ধির পর কেরল যে কোনো মরশুমে বেড়াতে যাওয়ার অন্যতম প্রধান জায়গা হিসাবে নিজের স্থান আরও মজবুত করেছে। চ্যাম্পিয়নস বোট লিগ (সিবিএল) রেসের মত উদ্ভাবনীমূলক প্রোডাক্ট দক্ষিণের এই রাজ্যটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে নিজের স্থান আরও জোরদার করতে সাহায্য করছে।

সপ্তাহ জুড়ে বর্ণাঢ্য ওনাম উদযাপনের সময়ে পর্যটকদের আগমন বেড়েছিল। এ মাসে পরের দিকে শুরু হতে চলেছে আইপিএল মডেলে তৈরি সিবিএল-এর তৃতীয় সংস্করণ। আশা করা হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে দেশিয় পর্যটকদের আগমন আরও বাড়াবে। কেরল জুড়ে ব্যাকওয়াটারে আয়োজিত সিবিএল এক বিরল দৃশ্যসুখ দেয়। বহু রোয়ারচালিত একেকটি বিরাট বিরাট স্নেক বোট (চুন্দন ভল্লম) ব্যাকওয়াটারে একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে চলে যায়, উৎসাহ উদ্দীপনার এক বলয় তৈরি হয়। দেশিয় পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি সম্পর্কে পিকে সুরাজ, (তথ্য আধিকারিক, কেরল সরকারের পর্যটন বিভাগ) বলেন,'অতিমারির পর থেকে কেরলে পর্যটকদের আগমনের যে বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে তাতে আরও গতি আনতে রাজ্য সমস্তরকম চেষ্টা করে চলেছে। সিবিএল মরশুম শুরু হয় রাজ্য জুড়ে ওনাম সপ্তাহ উদযাপনের কিছুদিনের মধ্যেই। এই সময়টি কেরলে আসার জন্য এবং এই রাজ্যের বৈচিত্র্য উপভোগ করার জন্য পর্যটকদের পক্ষে দারুণ সময়। আজকের দিনে পর্যটকদের চাহিদা এবং রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেরল চালু প্রোডাক্টগুলির বিস্তার বাড়ানো এবং এই রাজ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা ছাড়াও বেশকিছু আকর্ষণীয় নতুন প্রোডাক্ট বাজারে এনেছে। এবছর আমরা আরও বেশি দেশিয় পর্যটককে অভিনব পর্যটন প্রোডাক্টগুলির দিকে আকর্ষণ করে আরেক ধাপ উপরে উঠবো বলে আশা করছি।'

পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্বে সুমিত সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুমিত সরকার। সুমিত সরকার ১৯৮৮ ব্যাচের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিসের এক সদস্য হন। এরপর জামালপুর থেকে স্পেশ্যাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস (এসসিআরএ) কোর্স শেষ করে ১৯৯০ সালে ভারতীয় রেলে যোগ দেন। মেকানিক্যাল এবং মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতক তিনি। পূর্ব রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার পদে যোগদানের আগে সুমিত সরকার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সিএসআইআর সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট তার ওয়ান ইউক ওয়ান ল্যাব (ওডব্লিউওএল) প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে। নিজেদের অর্জিত উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলি প্রদর্শন করতেই এই অনুষ্ঠান।

তরুণের মৃত্যুতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে তরুণের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় তরুণের মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন পরিবারের। পরিবার সূত্রের খবর, মৃত তরুণের নাম রাহুল পাল। বয়স ১৮। রানিগঞ্জের টিডিবি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। বাবা লক্ষণ পাল পেশায় দিনমজুর। দুর্গাপুরের গোপালপুরের বাসিন্দা তাঁরা। সোমবার সকাল দশটায় রাহুলের জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু সোমবার রাতে তঁরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে বলে দাবি।

পুজোর মুখে আড়াইশো থেকে তিনশো নতুন বাস কিনছে পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে আড়াইশো থেকে তিনশো নতুন বাস কিনছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। শুধু তাই নয়, একাধিক পুরোনো বাসকেও মেরামত করে কার্যত নতুন করে রাস্তায় নামানো হচ্ছে। এমনটাই জানালেন, রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

আইনি গেরোয় আটকে রয়েছে ইলেক্ট্রিক বাসের ডেলিভারি। এই অবস্থায় গণপরিবহণে সংকট কাটাতে এই সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানিয়েছেন। এর মধ্যে যেমন রয়েছে সিএনজি ও বিদ্যুৎচালিত বাস, তেমনই রয়েছে ডিজেলচালিত বাসও। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

গত বছর অগস্টে ১১৮০টি বিদ্যুৎচালিত বাস সরবরাহের জন্য টাটা মোটর্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই চুক্তি অনুসারে চলতি বছর মার্চের মধ্যে ৫৫০টি বাস পাওয়ার কথা ছিল। কলকাতায় সমস্ত ডিজেলচালিত বাস বাদ দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎচালিত বাস নামোনোর পরিকল্পনা ছিল সরকারের। মঙ্গলবার পরিবহণমন্ত্রী জানান, আদালতে মামলা হওয়ায় এখনো পর্যন্ত সেই বাস হাতে পাওয়া যায়নি। ওদিকে ব্যবহারযোগ্য না থাকায় নিয়মিত বসে যাচ্ছে একের পর এক সরকারি বাস। তার ওপর সামনেই পুজো। এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের চাপ সামলাতে জরুরি ভিত্তিতে ২৫০টি বাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। এর মধ্যে সব রকম জ্বালানিতে চালিত বাসই থাকবে। মন্ত্রী আরও জানান, যে সমস্ত বাসের সিট ছিঁড়ে গিয়েছে বা রং চটে গিয়েছে সেগুলিকে মেরামত করে ঝকঝকে করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ কিছুটা হলেও বাড়বে।

এছাড়া তিনি বলেন, দূরপাল্লার বাসের মতো শহরের বাসেও যাতে অনলাইনে টিকিট কাটা যায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। নতুন বাসে সেই প্রযুক্তি লাগানো হবে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে কনডাক্টরের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ২৬ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার

প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিকের স্কুলের সন্ধান পেলেন ইডি-র আধিকারিকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতকা: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যেরও স্কুলের সন্ধান পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই দাবি করলেন ইডি-র আইনজীবী। আর এই স্কুল ১০০ বছরের পুরনো। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে।

এদিকে মানিক ভট্টাচার্যকে আদালতে আনার অনুমতি চান তাঁর আইনজীবী। উল্লেখ্য, হাইকোর্টে শুনানির ক্ষেত্রে কখনই কোনও আসামিকে নিয়ে আসা হয় না। এদিন মানিকের আইনজীবী আদালতে আবেদন করেন, জামিন মামলায় তাঁর মক্কেলকে আদালতে আসার অনুমতি দেওয়া হোক। । বিচারপতি জানান, প্রয়োজনে সে বিষয়ে ভাবা হবে, আপাতত প্রয়োজন নেই।

বিচারপতি ইডি-র আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'গত শুনানিতে দু'সপ্তাহ সময় চাইলেন, কী করেছেন?' এরই উত্তরে ইডির আইনজীবী জানান, 'আমরা একটা স্কুলের সন্ধান পেয়েছি। পার্থর মতো মানিকেরও স্কুলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।' যদিও তখন মানিকের আইনজীবীর দাবি, সেটি ১০০ বছরের পুরনো স্কুল। সে সময়ে বিচারপতি মানিকের আইনজীবীকে থামিয়ে দেন। বিচারপতি বলেন, 'যা যা তদন্তে উঠে এসেছে, সব কিছুকে সামনে নিয়ে আসতে হবে।'

প্রসঙ্গত, পিংলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বাবলি চট্টোপাধ্যায়ের নামে 'বিসিএম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' -এর সন্ধান পান তদন্তকারীরা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর স্ত্রীর নামে পিংলার খিরিন্দা মৌজায় সাড়ে তিন একর জমিতে ইংরেজি মাধ্যম সেই স্কুল রয়েছে। তদন্তে জানা যায়, পার্থের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য তাঁর মামার থেকে জমি লিজ নিয়ে এই স্কুল করেছিলেন। সেই স্কুলে পার্থ নিজেই দু'বার গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে সেই স্কুল নিয়ে বহু তথ্য সামনে আসে। আর তা নিয়ে কম চর্চা হয়নি।

গাছ কাটার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রাউন্ড জিরোতে নেমে যে কাজ করতে চান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তা জানিয়েছিলেন অনেক আগেই। শুধু জানানোই নয়, চোখে আঙুল দিয়ে তা করেও দেখান তিনি।বিশেষত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাঁর একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল বেশ চোখে পড়ার মতোই। সেই অ্যাকশনের জের এখনও অব্যাহত। মঙ্গলবার ফের এই 'অ্যাকশন' মুডেই দেখা গেল রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। তাঁর কাছে আগেই অভিযোগ এসেছিল বালিগঞ্জে বেআইনিভাবে কাটা হচ্ছে গাছ।এই খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান।

সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালবেলা বালিগঞ্জের ১২ নম্বর রোনাল্ড রোডে গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে একেবারে সরজমিনে তা খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বোস। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার দীর্ঘদিনের একটি পুরনো গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত, প্রমোটিং হচ্ছে সেখানে। অনুমান করা হচ্ছে সেই কারণেই গাছ কাটা হয়েছে। এবার শিক্ষাদফতরের বাইরে বেরিয়ে রাজ্যপালকে গাছ কেটে ফেলার প্রতিবাদ করতে দেখা গেল তাঁকে। শুধু তাই নয়, পিপুল গাছের স্মরণে রাজভবনে একশোটি পিপুল চারা রোপণ করবেন রাজ্যপাল বোস। উল্লেখ্য, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ চলছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের এই ঘটনা রাজ্য-রাজভবন সংঘাতে এক নয়া মাত্রা যোগ করতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

ভাটপাড়ায় ভরাট করা জলাশয় খননের নির্দেশ বিএলএলআরও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিনেদুপুরে পুকুর চুরি! জলাশয় ভরাট করে নির্মাণের একাধিক অভিযোগ উঠছিল ভাটপাড়া পুর এলাকায়।

এবার এ নিয়ে পদক্ষেপ করলেন ব্যারাকপুর-১ নম্বরের বিএলআরও দীপঙ্কর রায়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে হাজির হন বিএলএলআরও দীপঙ্কর রায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি জলাশয়টিকে পূর্বের অবস্থায় ফেরাতে নতুন করে খনন করার নির্দেশ দিলেন। এর আগে, ভাটপাড়া পুর এলাকায় পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট নিয়ে অভিযোগ কানে যেতেই সরব হয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি ভরাটের কাজে যুক্ত জমি মাফিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তবুও জলাশয় ভরাট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। এবার বিএলএলআরও-র পদক্ষেপে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা গিয়েছে, ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনগ্রাম শতদল পল্লিতে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ পৌঁছয় বিএলএলআরও-এর কাছে। ঘটনাস্থলে এসে দেখার পর দীপঙ্কর রায় জানান, এখানে জমির চরিত্র বদল করে জলাশয় ভরাট করা হয়েছে। সামান্য অংশ ভরাট হতে বাকি আছে। তিনি বলেন, 'জলাশয়টিকে ফের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে না আনলে জমির মালিকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে।' অন্য দিকে স্থানীয় কাউন্সিলর সমর পাঠক বলেন, 'ওটা বাস্তু জমি। ওই জমির মালিক ইন্দ্রজিৎ রায় ও বিশ্বজিৎ রায়। ওখানে রায় পরিবার ৫০ বছর ধরে বসবাস করছেন। মাটি কেটে নিচু জায়গা উঁচু করায় ওই জমিতে গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও বিএলআরও ভরাট করা অংশ খননের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মেনেই জমির মালিককে ভরাট অংশ থেকে মাটি তুলে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে।'

যাত্রাগাছি থেকে উদ্ধার ২ নাবালিকা, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা এবং নিউ টাউন থানার যৌথ তল্লাশিতে যাত্রাগাছি থেকে উদ্ধার করা হল দুই নাবালিকাকে। এই ঘটনায় নিউটাউন থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পাঁচ জনকে। নিউটাউন পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রটেকশন অফ চিলড্রেন সেক্সচুয়াল অফেন্স আইটিপি অ্যাক্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

সোমবার একটি এনজিও-র সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইট, বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা এবং নিউ টাউন থানা বিধান নগর ওমেন পিএস আধিকারিকরা যাত্রাগাছিতে একটি গেস্ট হাউজে অভিযান চালায়। সেই সময় ওই গেস্ট হাউজ থেকে দু'জন নাবালিকাকে উদ্ধার করে। একইসঙ্গে ওই গেস্ট হাউজে অনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মালিকের স্বামী-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম

ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইট, বিধাননগর গোয়েন্দা শাখা এবং নিউ টাউন থানা বিধান নগর ওমেন পিএস আধিকারিকরা যাত্রাগাছিতে একটি গেস্ট হাউজে অভিযান চালায়। সেই সময় ওই গেস্ট হাউজ থেকে দু'জন নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

শুভাশিস মণ্ডল, অনির্বাণ বোস, তপন মিশ্র, স্বপন কর্মকার, অভিজিৎ বরাট। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩/৪/৫/৭ আই টি পি আইনে ও ৪/৬/১৭ (প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সচুয়াল অফেন্সেস) পকসো ধারায় মামলার রুজু করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি নিউটাউন থানার পুলিশ এও খোঁজ নিয়ে দেখছে কতদিন ধরে এই ধরনের অনৈতিক কাজ চালানো হচ্ছে ওই গেস্ট হাউজে তাও।

বর্ষা আসতেই বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। সেপ্টেম্বর পার হলেই পুজো। তার আগে পাটুলি ইএম বাইপাসে রাস্তায় ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতায় পুরসভার প্রচার। ছবি: অদিতি সাহা

বাংলাদেশি জঙ্গিদের আধার তথ্য দিতে হবে, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশ থেকে ফেরার পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। দেখা গিয়েছিল তাদের কাছে আধার কার্ড রয়েছে। কীভাবে তারা কোন নথি দেখিয়ে ভারতে আধার কার্ড পেল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চায় এসটিএফ।

অভিযোগ, এ ব্যাপারে উদাসিনতা দেখিয়েছে আধার কার্ড কর্তৃপক্ষ ইউআইডিএআই। এই ঘটনায় কলকাতা মামলা দায়েরও করা হয়েছিল এসটিএফ-এর তরফে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের সেই মামলায় বিচারপতি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'যত দ্রুত সম্ভব কলকাতা পুলিশকে ওইসব নথিসহ বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে আধার কার্ড কর্তৃপক্ষ ইউআইডিএআই-কে।'

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে ফেরার পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাশকতার ঘটনায় যুক্ত ছিল। এমনকী কারও বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ফাঁসির নির্দেশও রয়েছে। এদিকে কোনওভাবে সীমান্ত টপকে তারা এদেশে ঢুকে পড়ায় সমস্যা বাড়ে। শুধু তাই নয়, পালিয়ে এদেশে ঢুকে তারা আধার কার্ডসহ একাধিক জাল নথি তৈরি করে। সেই জাল নথি কাজে লাগে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও খুলে ফেলে তারা। এরপর এই জঙ্গিরা এদেশে গ্রেপ্তার হওয়ার পরই আদালতের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। এসটিএফ-র তরফে অভিযোগ করা হয়, কী ভাবে বাংলাদেশি জঙ্গিরা আধার কার্ড তৈরি করল, তারা কোনও তথ্য দিচ্ছে না আধার কার্ড কর্তৃপক্ষ বা ইউআইডিএআই। ফলে তদন্তে এগোনো যাচ্ছে না।

এরই পাশাপাশি জঙ্গিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এসটিএফ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়, ভুয়ো নথি দিয়ে খোলা বাংলাদেশি জঙ্গিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের আসা টাকা সন্ত্রাসবাদ ছড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে। আদালতকে এসটিএফ এও জানায়, এই জঙ্গিরা আরও একবার এদেশ থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে তাদের আর কোনওভাবেই ধরা যাবে না। এদিন শুনানির পর কার্যত আধার কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তোলে আদালত। কোন নথির ভিত্তিতে জঙ্গিরা আধার কার্ড পেল, তার প্রাথমিক কোনও তথ্য আধার কর্তৃপক্ষ দেয়নি বলেই জানিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে কোনও নথি দেওয়া হয়নি কলকাতা পুলিশের এসটিএফকেও।

উপাচার্য নিয়োগ মামলায় রাজভবনের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপাচার্য নিয়োগ বিল নিয়ে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যপালের দপ্তরের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই হলফনামা চান বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ৪ অক্টোবরের মধ্যে এই হলফনামা জমা দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৬ অক্টোবর।

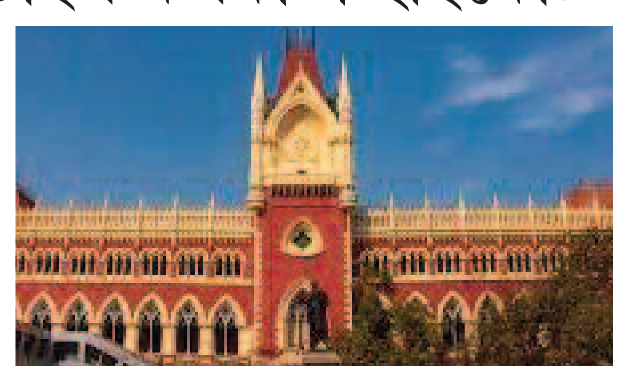

প্রসঙ্গত, উপাচার্য নিয়োগের বিল ২০২২ সালের ১৫ জুন পাঠানো হয়েছিল রাজ্যপালের কাছে। এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না হওয়ায় জনস্বার্থ মামলা করেন সায়ন মুখোপাধ্যায়।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের আইনজীবীকে আদালতের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়, 'যদি সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয় তাহলেও কি আদালত রাজ্যপালকে কোনও একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুরোধ জানাতে পারে না? ডানদিকে হোক, বামদিকে হোক বা কেন্দ্রে হোক, যেখানেই হোক, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুরোধ রাজ্যপালকে আদালত জানাতে পারে কি ? সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, 'এই ধরনের সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের কৈফিয়ত তলব করা যায় না, সময় বেঁধে দেওয়া যায় না, কিন্তু সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধও কি আদালত করতে পারে না?' এরই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় আইনজীবীর তরফ থেকে বলা হয়, 'সংবিধান রাজ্যপাল-সহ একাধিক সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। তাঁরা জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।' পাশাপাশি আদালতে প্রশ্ন তোলা হয়, মামলাকারীর রাজনৈতিক পরিচয় খতিয়ে দেখা হোক, তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক। এই পরিচয় গোপন করে তিনি মামলা করেছেন। তাই এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ দিকে পাল্টা সওয়াল করেন রাজ্য সরকারের আইনজীবীও। তিনি দাবি করেন, 'একটি বিল যাওয়ার পরে রাজ্যপাল তিনটি কাজ করতে পারেন। প্রথমত, তিনি বিলে সম্মতি জানিয়ে সই করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তিনি পরামর্শ দিয়ে বা না দিয়ে, পুনরায় বিবেচনার জন্য বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। তৃতীয়ত, তিনি বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে রাজ্যপাল কোনটিই করেননি।'

লোকসান সামাল দিতে বাস রুটের বেসরকারিকরণের ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জ্বালানির চড়া দাম, প্রতিযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল খরচ, এই তিনের জেরে সরকারি বাস নিয়ে নাভি:শ্বাস উঠছে রাজ্য সরকারের পরিবহণ দপ্তরের। দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া না বাড়ানো আর তারই সঙ্গে জ্বালানির দাম এবং এই সব বাস মেইনটেন্যান্সের যে খরচ তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে দিনের পর দিন এমন সব ঘটনায় লোকসানের মুখে সরকারি বাস। যাত্রী না হলেও তবুও নিয়ম মেনে রাস্তায় প্রতিদিন নামাতে হয় বাস। এবার এই লোকসান সামাল দিতে নয়া সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার।

সূত্রে খবর, সমস্যা সামাল দিতে অলাভজনক সরকারি বাস রুটগুলিতে বাস চালানোর ভার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একদিকে রুট বাঁচানো ও অন্যদিকে পরিষেবা সচল রাখতে এই উদ্যোগ নিচ্ছে পরিবহন দপ্তর। সম্প্রতি ট্রাম কোম্পানি, সিএসটিসি এবং ভূতল পরিবহণ নিগমের ১৯টি রুটের ৪০টি সরকারি বাসকে শর্তসাপেক্ষে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি এই পদ্ধতিতে সাফল্য আসে তবে আগামী দিনে আরও রুট ও সরকারি বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে এই পথে হাঁটতে পারে সংস্থা।

জানা গিয়েছে, সরকারি বাসরুটকে বেসরকারিকরণে সম্প্রতি টেন্ডার ডেকেছিল রাজ্য। ৪০টি সরকারি বাস ও ১৯ রুটে বিনিয়োগে আটটি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে বলে খবর। তবে ১৯ রুটে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিলেও কোন কোন রুট তা এখনও জানা যায়নি।

বেসরকারি সংস্থার হাতে ১৯ রুটের সরকারি বাসকে তুলে দেওয়া হলেও নির্দিষ্ট কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে সরকারি তরফে। সূত্রের খবর, শর্তগুলির মধ্যে প্রধান শর্ত হল, ওই রুটের সরকারি বাসে যা ভাড়া, তাই নিতে হবে। কোনওভাবেই ভাড়া বাড়ানো চলবে না। এছাড়া মাসে অন্তত ২৬ দিন বাসগুলিকে রাস্তায় নামাতে হবে। বেসরকারি সংস্থার উপর বাসের জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রাইভার, কন্ডাক্টরের সমস্ত খরচ খরচার দায়িত্ব থাকবে। তবে যাত্রা শেষে বাসগুলিকে সরকারি ডিপোতেই এনে রাখতে হবে। বাস চালানোর জন্য প্রতিমাসে সরকারকে যাত্রী অনুযায়ী নির্দিষ্ট টাকা দিতে হবে। এছাড়া বাসের দায়িত্ব হস্তান্তর বাবদ লাইসেন্স ফি ৩০ হাজার টাকা বেসরকারি সংস্থার থেকে নেওয়া হবে বলে খবর।

এদিকে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, আড়াইশো-পৌনে তিনশো বাস কেনা হচ্ছে। আর যে সমস্ত বাসের সিটে সমস্যা রয়েছে, বা রঙ চটে গিয়েছে সেগুলিকে মেরামত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা আড়াইশো-পৌনে তিনশোর মতো নতুন বাস কেনার অর্ডার দিয়েছি। তার মধ্যে কিছু সিএনজি আছে, কিছু ইলেকট্রিক আছে, কিছু জিডেলও আছে। আবার ই ভেহিক্যাল, ১১৮০-টা বাসের জন্য একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম ১ বছর আগে। কিন্তু সেটা দিল্লিতে একটা মামলা হয়েছে বলে সমস্যা হয়ে গেল। না হলে ওটা ২ বছের মধ্যে ১০০০-১১০০ বাস দিয়ে দিত।' পরিবহণমন্ত্রী আরও বলেন, 'যত বাস আছে সেগুলিকে সারিয়ে, নতুন করে রঙ করে, সিট বদলানোর ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। যাতে সরকারি বাসগুলি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।'

অন্য দিকে, আগামীদিনে অনলাইনে বাসের ভাড়া মেটানোর সুবিধা চালু করারও ইঙ্গিত দেন পরিবহণমন্ত্রী। তিনি জানান, কিছু জায়গায় অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে। বিশেষত দূরপাল্লার বাসে অনলাইন সিস্টেম আছে। আর এবার নিত্যযাত্রায় কন্ডাক্টরদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা রাখার ভাবনাচিন্তা তাঁদের আছে বলে জানান মন্ত্রী। এক্ষেত্রে নতুন বাসগুলি রাস্তায় নেমে গেলেই এই ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

সিরিয়ালে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে যৌন হেনস্তা! গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টিভি সিরিয়ালে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে যৌন হেনস্তার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ জন। ঠাকুরপুকুরের ৮এ ডিএইচ রোড, কলকাতা-১০৪ এলাকার হোটেল বিল্ডটেক ইন থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লালবাজার কন্ট্রোল রুমে ১০০ ডায়ালের মাধ্যমে এক মহিলার ফোন আসে। অভিযোগ পেয়েই ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ আধিকারিক ও মহিলা পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে রিজেন্ট পার্ক নিবাসী ২১ বছর বয়সী ওই যুবতীকে উদ্ধার করে।

অভিযোগ, ফেসবুকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে জি বাংলা এবং এসভিএফ প্রোডাকশনের কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় ভাস্কর মণ্ডল ও সুদীপ মণ্ডল নামে দুই যুবক। টিভি সিরিয়ালে সুযোগ পাইয়ে দেবে বলে দাবিও করে তারা। এরপর ওই যুবতীকে জোর করে ওই হোটেলে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্তার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগ পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গিয়ে ওই হোটেল থেকে যুবতীকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করে।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার তদন্ত চলছে।

সম্পাদকীয়

দেশের নাগরিক পূর্ণসাক্ষর হলেই উন্নতি আসবে

শিক্ষাখাতে এ যাবৎকালের মধ্যে, চলতি অর্থবর্ষেই সবচেয়ে বেশি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে; ১,১২, ৮৯৯.৪৭ কোটি টাকা। অঙ্কটা ১,০৪,২৭৭.৭২ কোটি টাকা ছিল পূর্ববর্তী বছরে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যে নির্মম সত্যটা চেপে গিয়েছেন সেটা হল, শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ২.৯ শতাংশেই থমকে রয়েছে। এর পাশাপাশি থাকে সরকারি অর্থের অপব্যয়, খরচে বেনিয়ম ও অস্বচ্ছতা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য। তার ফলে বহু প্রান্তিক এলাকায় স্কুল নেই। স্কুল থাকলেও তার পরিকাঠামো পাঠদানের উপযুক্ত নয়। পড়ুয়া-শিক্ষকের অনুপাত দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম। পরিস্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদির কথা বহু স্কুলের কাছে এখনও বিলাসিতা। প্রাথমিক স্কুলের অনুপাতে উচ্চ প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল। এরপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগের অসামঞ্জস্যও প্রকট। সব মিলিয়ে যা হওয়ার সেটাই হয়, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলের চৌকাঠ পেরতে পারে না। স্কুলে প্রবেশ করেও পড়া শেষ হয় না একটা বড় অংশের। স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের অনেকেই হারিয়ে যায় শিশুশ্রমের বাজারে কিংবা অন্ধকার জগতে। গ্রাম ভারতের ছেলেমেয়েদের সামনে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ অত্যন্ত কম। অথচ, দেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সনদ মেনে এই দেশই তৈরি করেছে সবার জন্য শিক্ষার আইন। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গ্রাম-মফস্বলের পরিবারগুলোর। সরকারি ব্যবস্থার এই লজ্জাজনক ব্যর্থতার সূত্রেই উত্থান ঘটছে বেসরকারি শিক্ষাক্ষেত্রের। কর্পোরেট পুঁজিও উৎসাহিত হচ্ছে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বিপুল বিনিয়োগে। কিন্তু দেশের অর্ধেকের বেশি পরিবারের পক্ষে এই পাঁচতারা মহোৎসবে যোগদান অসম্ভব। এজন্যই জরুরি শিক্ষা সংস্কার। মোদি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে দেশের নিরপেক্ষ শিক্ষামহলের আপত্তির দিকগুলো ভাববার মতোই। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রাজ্যের জন্য পৃথক শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। সেখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোর দেওয়া হয়েছে একাধিক বিষয়ের উপর শিশুদের অঙ্গনওয়াড়ি, অষ্টম শ্রেণি থেকে সেমেস্টার চালু এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা বহাল রেখে ২০২৬ সাল থেকে সেমেস্টার সিস্টেমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ। শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও আসছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নতুন শিক্ষকদের পাঁচ বছর গ্রামের স্কুলে পড়াতে হবে এবং সেটা বাধ্যতামূলকভাবে। তাঁদের জন্য নয় প্রোমোশন নীতিও ঘোষিত হয়েছে। বাংলার সুন্দরবন, জঙ্গলমহল এবং চা-বাগান এলাকা তুলনামূলকভাবে শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। তাই এই এলাকাগুলিতে শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মহাকাশ গবেষণার সাফল্যকে দীর্ঘমেয়াদে সার্থক করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা সংস্কারও জরুরি। তাই রাজ্যের উদ্যোগ স্বাগত। দেখতে হবে এই নীতি যেন দ্রুত এবং সফলভাবে রূপায়িত হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়াতে হবে বাজেট বরাদ্দও। রাজ্যের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারকেও বাধ্য করতে হবে। পূর্ণসাক্ষর ভারতে সবার জন্য উন্নত শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়াই প্রকৃত উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান শর্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

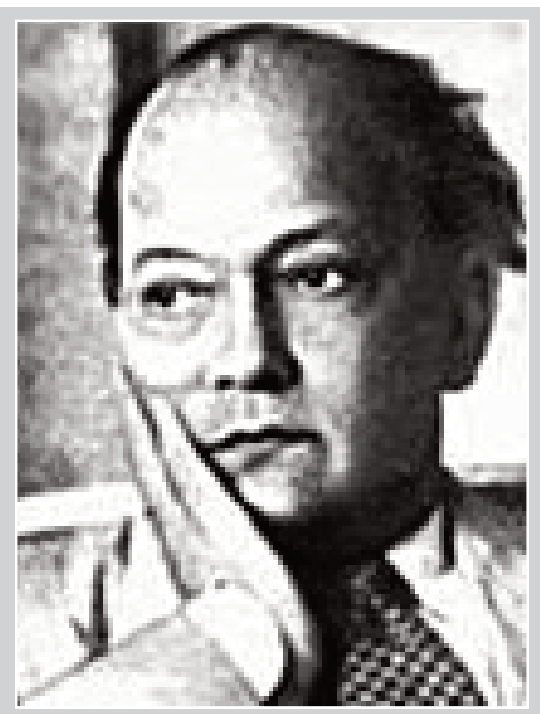

সৈয়দ মুজতবা আলি

১৯০৪ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলির জন্মদিন।
১৯৭৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহিমা চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর জন্মদিন।

বিভূতিভূষণের অপু ও রমাঁ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্

স্বপনকুমার মণ্ডল

' গতকালের শেষাংশ

সর্বপ্রথম পাণ্ডুলিপিতে (১৯২৪-এ অনুমিত) অপু শিশু নয়, সাত-আট বছরের বালক। ১৯২৬-এর পাণ্ডুলিপিতে শিশু অপুর পরিচয় উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে 'জাঁ ক্রিস্তফে'র প্রভাবের বিষয়টি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, অপুর মানসগঠনের সঙ্গে জাঁ ক্রিস্তফের শৈশবের কতকগুলি বিষয় শিশুসুলভ প্রকৃতিতে একাত্ম মনে হয়। সেক্ষেত্রে স্রষ্টাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যের বুনিয়াদটি স্বদেশীয় মানসিকতায় স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে । বিষয়টি রলাঁর কথাতেই প্রতীয়মান। কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে ('রলাঁ ও তরুণ বাংলা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত) রলাঁ চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'য়ুরোপ ব্যক্তিত্বে অতি-বিশ্বাসী। সে কোনও একটি ভাব বা আদর্শের অপেক্ষা ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্ব দ্বারাই সর্ব্বদা অধিকতর অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়।' সেক্ষেত্রে দশ খণ্ডের নাম 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর পাশে অপুকে কেন্দ্রকরে লেখা 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর দিকে তাকালেই তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রলাঁর উপন্যাসে জাঁ ক্রিস্তফের ব্যক্তিত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। ক্রিস্তফের জন্মবৃত্তান্ত থেকে তার বেড়ে ওঠার ধারাক্রমই উপন্যাসের উপজীব্য। অন্যদিকে অপুর আগমনের চেয়ে আবির্ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে জাঁ ক্রিস্তফের আগমনে অভ্যাসের দায় ব্যতীত অন্যকোনো প্রত্যাশা জাগায়নি, সেখানে অপুর আগমনটাই আবির্ভাবের আনন্দে উৎকর্ষমুখর। প্রবৃদ্ধ বিপত্নীক জাঁ মিচেলের দুই স্ত্রীর মিলে এগারোটি সন্তানের মধ্যে সবেধন নীলমণি বলতে মেলেশিয়র বেঁচে ছিল। সেই মেলশিয়র পিতার মতো সঙ্গীত প্রতিভাধর হয়েও ব্যর্থকামই শুধু নয়, চারিত্রিক সংযমেও সাধারণ মানের। এজন্য শিক্ষাশোভন পরিসরে থেকেও সে মোহে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীন-হীন শ্রীহীনা লুইসাকে বিয়ে করে। স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পরে সম্বিৎ ফিরে পেলেও নবদম্পতির নিরানন্দের পরিসর তীব্র হয়ে ওঠে। মেলশিয়রের সখেদ তিক্ত জীবনে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। লুইসাকে অনুতাপদগ্ধ জীবনকে মেনে নিতে হয়। অন্যদিকে পুত্রের এরূপ ব্যর্থজীবনের করুণ পরিণতিতে জাঁ মিচেলের দুশ্চিন্তা আরও গতি লাভ করে। সেই সংসারউদাসীন মেলশিয়র ও অনুতপ্ত লুইসার অশান্তির আবহে জাঁ ক্রিস্তফের আগমন সংসারে বাড়তি কোনো আনন্দের রসদ হয়ে ওঠেনি। বরং তার শিশুপ্রকৃতির মধ্যে বিষাদঘন আগমন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। জাঁ ক্রিস্তফের শ্রীহীনতায় দুশ্চিন্তার বিদ্যুৎচমক নেমে আসে জাঁ মিচেলের কথায় '— হে ভগবান! এ যে দেখছি রীতিমত কুৎসিত!' শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে লুইসার করুণ মুখের প্রতি তাঁর নিষ্করুণ স্ববাকমূর্তি নির্মম হয়ে ওঠে '— তোমার কি ইচ্ছে যে আমি ওকে সুন্দর বলি? বল্লেও কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? এতে তো তোমার কোন হাত নেই। ওরা সবাই ঐরকম কুৎসিত হয়েই জন্মায়।' সেখানে অপুর আগমন আবির্ভাবের আবেদন নিয়ে আসে, 'কত দিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।'

আসলে জাঁ ক্রিস্তফের জীবন সূচনা থেকেই তন-ধন ও মানের দারিদ্রে মোড়া। শুধু তাই নয়, তা সময়ান্তরে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অভ্যাসের সন্তান হিসাবে জাঁ ক্রিস্তফের শৈশব পারিবারিকভাবেই উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে তার সেই অবক্ষয়প্রাপ্ত শৈশবপ্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে 'সংসারে সে তখন আর একমাত্র নয়। প্রত্যেক বৎসরে মেলশিয়র স্ত্রীকে একটী করিয়া নূতন সন্তান উপহার দিয়া আসিতেছিল, ভবিষ্যতে তাহাদের কি হইবে সে-সম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তাই ছিল না । দুইজন ইতিমধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। অবশিষ্ট আর দুইজনের মধ্যে একজনের বয়স তিন, অপরের চার। তাহাদের সম্বন্ধে মেলশিয়র কোনদিনই মাথা ঘামাইত না। যখন লুইসাকে বাহিরে যাইতে হইত, বাড়ীতে তখন তাহাদের জাঁ ক্রিস্তফের জিম্মায় রাখিয়া যাইত। জাঁ ক্রিস্তফের বয়স তখন ছয়।' অবশ্য তাতে জাঁ ক্রিস্তফের প্রাণপ্রাচুর্যের ঘাটতিতে তার শৈশবের খেলাঘরটি ভেঙে যায়নি। বরং তার মধ্যে দিয়ে তার অফুরন্ত জীবনীশক্তির অদম্যতায় চিরন্তন শৈশব প্রকৃতিটি বড়ই মনোরম হয়ে ওঠে। সেও অপুর মতো কল্পনাপিয়াসী, স্বরচিত কল্পনার জগতে চিরশিশুর দোসর। শুধু তাই নয়, ধনের দারিদ্র তাকে ম্লান করলেও মনে সে রাজাধিরাজ। সেই মনের চলনে সে চিরপথিক। সেদিক থেকে অপুর মধ্যে জাঁ ক্রিস্তফের ছায়া খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, দুটি শিশুমনের মধ্যে অদ্ভুত মিলও রয়েছে। বাঁশের বাখারি বা কঞ্চি হাতে কল্পনার জগতে বিচরণকারী অপুর পরিচয়টি জাঁ ক্রিস্তফের মধ্যে শুধু প্রতীয়মান নয়, আরও বিস্তারে উৎকর্ষমুখর। বিষয়টি প্রতিতুলনা করলে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

বিভূতিভূষণের লেখনীতে অপুর কঞ্চিপ্রীতি 'বাঁকা-কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস। একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে । একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী কখনো বা সেনাপতি, মহাভারতের অর্জুন — কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহা জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হাল্কা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সেরকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।... এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জন-সমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে নির্জন বাঁশবনের পথে — নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে।... পাছে কেহ কিছু মনে;এজন্য তাহার ভারী লজ্জার।'

সেদিক থেকে রলাঁর চঞ্চল মানসপুত্রটির কল্পনার বেগ আরও মাত্রাধিক 'বেড়ার ধারে কুড়াইয়া পাওয়া একটা ভাঙ্গা ডাল, এক টুকরা সামান্য কাঠ, তাহা হইতেই কত যে কি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। ভাঙ্গা ডাল, দেখিতে দেখিতে যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি হইয়া যায়। যদি লম্বা আর সরু হয়, তাহা হইলে অনায়াসে তাহাকে বর্শা করা যায়, কিম্বা তলোয়ারও হইতে পারে। তাহাকে ভাল করিয়া একবার শূন্যে ঘুরাইতে পারিলেই মাটি হইতে দলে দলে সৈনিকেরা জাগিয়া উঠে। জাঁ ক্রিস্তফ্ তাহাদের সেনাপতি, তাহাদের সকলের আগে ভাগে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সে হইল তাহাদের নেতা, আদর্শ সৈন্যদের লইয়া সামনের পর্বত-শৃঙ্গ অধিকার করিবার জন্য সে জোর কদমে চলিয়াছে।' এভাবে ডালটিকে দুমড়ে নোয়ানো গেলে চাবুকে রূপান্তরিত করে জাঁ ক্রিস্তফ অশ্বারোহনে বেরিয়ে পড়ে। আবার ডালটি সরু আর লিকলিকে হলে তা দিয়ে সে অর্কেস্ট্রা পরিচালনায় সক্রিয় হয়ে গানও গায়। অন্যদিকে জাঁ ক্রিস্তফের গল্প বলার মধ্যে অপুকে খুঁজে পাওয়া যায়। লেখকের কথায় 'গল্পে ভর্তি তাহার মন। অবশ্য একথা ঠিকই যে, তাহার অধিকাংশ গল্পই দেখিতে-শুনিতে প্রায় একই রকমের এবং প্রত্যেক গল্পটাই দুই এক লাইনেই বলিয়া শেষ করা যায়। মনে মনে সে বাছিতে শুরু করে।' শুধু তাই নয়, 'যাদুবিদ্যাতেও তাহার কম অধিকার ছিল না।' আকাশের দিকে চেয়ে জাদুবলে মেঘেদের উপর আধিপত্য বিস্তার ছিল তার সহজাত। সেক্ষেত্রে জাঁ ক্রিস্তফের জাদুশক্তির মতো অপুর শকুনের ডিমে জাদুশক্তি লাভের প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিতুলনার অবকাশে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হল শিশুর সহজাত কল্পনা ও বিস্ময়বোধে এবং সৃজনশীল মানসিকতার ক্ষেত্রে জাঁ ক্রিস্তফের সহজতা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তার মধ্যে তার দারিদ্রের জীবন তাকে দীন না করাই দস্তুর। বরং শিশুসুলভ প্রাণশক্তিতে ভরপুর জাঁ ক্রিস্তফ তার স্বকীয় বোধে সেই দীনতাকে পরাজিত করে এগিয়ে চলার ব্রতে দীক্ষিত হতে চেয়েছিল। সেখানে তার সহায়ক ছিল তার পিতামহ জাঁ মিচেল। অপুর জীবনবোধে যেমন তার পিতার ভূমিকা সহায়ক হয়ে উঠেছে, জাঁ ক্রিস্তফের ক্ষেত্রে তার পিতামহের সাহচর্য ছিল অনেকটাই সেরকম। মানসিকভাবে জাঁ মিচেল মানুষের সমুন্নত প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এজন্য কুশ্রী জাঁ ক্রিস্তফের জন্য অনুশোচনায় তিনি ভেঙে পড়েননি, বরং তা থেকে উত্তরণের উপায়টি লুইসাকে বাতলেছেন, 'একটা জিনিস শুধু ওর কাছ থেকে চাই, সুশ্রী হোক্, আর কুশ্রী হোক্ ও যেন খাঁটী মানুষ হতে পারে!' কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, '— খাঁটী মানুষের চেয়ে সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই !' শুধু তাই নয়, সেজন্য তাঁর কর্তব্যপরারণ মানসিকতা জাঁ ক্রিস্তফের সেই 'খাঁটী মানুষ' হওয়ার পথটিকে প্রশস্ত করে তোলে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, '— জীবনের সর্বপ্রধান কাজ হলো, নিজের কর্তব্য পালন।'

সেদিক থেকে কর্তব্যবিমুখ পিতাকে না পেলেও কর্তব্যমুখর পিতামহের সান্নিধ্য ও সাহচর্য জাঁ ক্রিস্তফের শিশুনিকেতনটি রঙিন করে তোলে। দুজনে একে অপরের মধ্যে খুঁজে ফেরে। রমাঁ রলাঁর কথায় 'পথ চলিতে চলিতে তাহারা দুইজনেই সেই সব বীরত্বের কাহিনীতে গর্বে, আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিত, যেন তাহারা দুইজনেই সেই সব ঘটনার নায়ক। সেই বৃদ্ধ আর সেই শিশু, দুইজনেই তাহারা সেই এক জায়গায় ছিল সমবয়সী, সমান শিশু। তাঁদের সেই নিবিড় বন্ধুত্বে পথ চলাতেই আনন্দ। 'পথ যত খারাপ হইত, জাঁ ক্রিস্তফের ততই ভাল লাগিত।' অবশ্য বীরত্বের রঙিন হাতছানিতে মোড়া সেই পথটি সময়ান্তরে স্মৃতি হয়ে যায়। সেই শৈশবের স্মৃতিকে বহন করে চলে জীবন। জাঁ ক্রিস্তফের জীবনেও তা সত্য হয়ে ওঠবে, সেকথা লেখকও পাঠককে জানিয়ে দেন '...শৈশবের এই সব ছোট-খাট স্মৃতিগুলি তাহার মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকিয়া গেল, তাহারাই বারেবারে জীবনের মোড়ে মোড়ে ফিরিয়া আসিবে, জাগাইয়া তুলিবে আলো-ছায়ার বিচিত্র সুর।' সেই সুরের সাম্পানে সামিল হওয়ার আগেই বাস্তবের রুক্ষ্ম পাথুরে পথে হাঁটতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত জাঁ ক্রিস্তফের নির্মম জীবনের বিভীষিকা সত্য হয়ে ওঠে। সেখানে তার শৈশবের স্মৃতি সময়ান্তরে দারিদ্রের পীড়নে ও রিক্ততাবোধের প্রকটতায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পিতামহের দুরাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে জাঁ ক্রিস্তফ গান তৈরি করে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে, 'পৃথিবীর ইতিহাসে মস্ত বড় নাম করবো'-র সদিচ্ছা ব্যক্ত করে, 'মস্ত বড় লোক হতে' চায়। এসব শিশুসুলভ সরল অভিব্যক্তির মধ্যে তার অভিমুখটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বাস্তবের চাহিদার তীব্রতায় জাঁ ক্রিস্তফের শৈশবের আনন্দনিকেতন স্মৃতিতীর্থে আত্মগোপন করে। অথচ অপু তার স্মৃতিকে উদযাপন করেই জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে, স্মৃতিরেখাকেই আরও বর্ণরঙিন করেই তার পথচলা। সে-পথই তাকে ক্রমশ অপরাজিত জীবনীশক্তির হাতছানি দিয়ে চলে। যেখানে জাঁ ক্রিস্তফ তার শিশুমনটিকে বাস্তবের স্মৃতিঘরে সংস্থাপন করে বড়লোক আর বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্নে সামিল হয়েছে, সেখানে অপু তার চিরশিশুমনের কল্পনা আর বিস্ময়ে আবিষ্কারের আনন্দে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ'ময় বিপুলা পৃথিবীকে আস্বাদনে সক্রিয় থেকেছে। সেখানে তার বাস্তব জীবনের রিক্ত ও নিঃস্বতাবোধও তাকে সেই চলন থেকে বিরত করতে পারেনি। সেই গতিময় জীবনের মন্ত্রে সে দীক্ষিত। সেদিক থেকে স্বপ্নকাতর জাঁ ক্রিস্তফের জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাসনাতাড়িত জীবন অভিযানে সামিল হয়েছে। এজন্যে চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই সে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে। সেখানে জীবন-মৃত্যুর আবর্তের বৃত্তে জাঁ ক্রিস্তফের জীবন আবর্তিত হয়েছে। সমুদ্রগামী নদীর মতো তার জীবন। এজন্য ঔপন্যাসিক রমাঁ রলাঁ তাঁর মহাকায় উপন্যাসটিকে 'নদী-উপন্যাস' (River-Novel) বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে অপুর জীবন কোথাও স্থায়ী হওয়ার অবকাশ নেই, চলার জীবনে সে চিরপথিক। শুধু তাই নয়, সে যে জাঁ ক্রিস্তফের মতো বড় হতে চায় না, সেকথা বিভূতিভূষণ তাঁর 'অপরাজিত'-তে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর কথায় (দশম অধ্যায়), 'সে তো চায় না বড়মানুষ হইতে — খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশী'। এভাবেই অপু জাঁ ক্রিস্তফের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। আর সেখানেই প্রশ্ন উঠে আসে, তবে কি অপু বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় সত্তা বা আত্মার দোসর? অপুকে কি তিনি সংগোপনে স্বকীয় সত্তায় গড়ে তুলেছিলেন? সেক্ষেত্রে অপুর অস্তিত্বে বিভূতিভূষণের ছায়া কায়া হয়ে ওঠার অবকাশে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের অন্য পরিসর উঠে আসার সম্ভাবনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথচ প্রকাশের পর তার পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠেনি।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত সব দল: নিরর্থক গালভরা প্রয়াসের বন্যা

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসতেই রাজনৈতিক দলগুলির শুরু হয়ে যায় ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ বা 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'। গত ২০১৯ সালের লোকসভার নির্বাচনের আগে শাসক জোটের মুখ নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক নেমে গিয়েছিল। কাকতালীয় ভাবে পুলওয়ামার ঘটনায় পালের হাওয়া চলে আসে তাঁর দিকে এবং শাসক জোট নির্বাচন জেতে। এবার নির্বাচনের আগে ২৬টি দল জোটবদ্ধ হলো এবং জোটের গালভরা নাম দিলো ইন্ডিয়া। এর মাধ্যমে যেন তারা বোঝাতে চাইছে ইন্ডিয়ার পরিচায়ক এই জোট। কিন্তু, এখানে একটি গলদ রয়ে গেছে। বিশ্ব আমাদের দেশকে ইন্ডিয়া নামে চেনে, কিন্তু দেশের মানুষ চেনে ভারত নামে। পড়িমড়ি করে শাসক জোট এখন চাইছে আমাদের দেশের নামকে শুধু ভারত হিসাবে মান্যতা দিতে। ২০১৫ সালে 'ইন্ডিয়া' নাম বাতিল করে কেবলমাত্র 'ভারত' নামটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলা খারিজ করে দেয়। শুধু তাই নয় সেই মামলাতে এনডিএ সরকার হলফনামা পেশ করে জানিয়েছিল, ভারতীয় সংবিধানের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে 'ইন্ডিয়া' এবং 'ভারত' দু'টি নামই রয়েছে। তার পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন নেই।

বামপন্থা বলে বস্তুত বিশ্বে বর্তমানে কিছু নেই। আগ্রাসী দক্ষিণপন্থার এক অস্ত্র হচ্ছে জাতীয়তাবাদের জিগির তোলা। বিপদে পড়লেই এই প্রবণতা দেখা যায় সারা বিশ্বে। উদাহরণে গেলাম না। আমাদের দেশ শুধু নয় প্রতিটি রাজ্যের ইতিহাস ঘাঁটলেই পৃথক জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তামিলনাড়ু রাজ্যের শাসক দলের স্টালিন উদয়নিধি 'সনাতন ধর্ম উৎখাতের' যে বক্তব্য রেখেছেন তা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। তিনি সুচিন্তিত ভাবে তৈরি এক লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন। এর পিছনে প্রশান্ত কিশোরের মতো পেশাদার নির্বাচন ব্যবস্থাপকের মাথা কাজ করতেই পারে বা দলের 'থিঙ্ক ট্যাংক' এ কাজ করে থাকতে পারেন। এই ঘটনা 'ইন্ডিয়া' জোটের মুম্বাই সম্মেলনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঘটেছে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মুম্বাইতেই জোটের মধ্যে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

একটু গভীরে গেলেই বোঝা যাবে উদয়নিধির বক্তব্যের পিছনে আছে প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদের শিকড়ে ফিরে যাওয়ার প্রয়াস, যায় রূপকার ই ভি রামস্বামী পেরিয়ার। পেরিয়ার অভিযোগ করেছিলেন যে আর্য অধ্যুষিত উত্তর ভারত দ্রাবিড় অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতকে চিরকাল পদানত করে রেখেছে। আর সনাতন ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে শোষণ এবং নিপীড়ন করেছে। তিনি দেখিয়েছেন ব্রিটিশ উপনিবেশ-নীতির সুযোগ ব্যবহার করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। এমনকি জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলেও ঘটে চলেছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রাধান্য। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ পেরিয়ার কংগ্রেস ত্যাগ করে আত্মসম্মান আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং 'জাস্টিস পার্টি'র প্রবর্তন করেন। ১৯৪৪ সালে এই দলের নাম পরিবর্তন হয়ে হয় 'দ্রাবিদার কাঝাগাম'। উদ্দেশ্য হয় দক্ষিণ ভারতের জন্য এক পৃথক সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র, যার নাম হবে দ্রাবিড় নাড়ু। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর মতে ছিল জাতীয় শোকের দিন, যেদিন থেকে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের উপর উত্তরভারতের আর্যদের শাসন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল।

তাঁর এই কট্টর অবস্থানকে মেনে নিতে না পেরে বেরিয়ে আসেন সি এন আন্নাদুরাই ১৯৪৯ সালে 'দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম' বা ডিএমকে দল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আন্নাদুরাই নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নিতে চেয়েছিলেন। আর পেরিয়ার স্বাধীনতার পরে কখনো নির্বাচনে দাঁড়াননি। ভারতের প্রাদেশিক নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে প্রথম আঞ্চলিক দল হিসাবে কংগ্রেসের প্রাধান্যকে খর্ব করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে ডিএমকে। তারপর থেকে এম করুণানিধি, এম রামচন্দ্রন ইত্যাদি নেতারা পেরিয়ারের আদর্শ থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন। তাঁরা কেউ মেনে নিতে পারেননি ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরের আবিষ্কর্তা একজন মূর্খ। ঈশ্বরের প্রচারক এক বজ্জাত। ঈশ্বরের উপাসক বর্বর।' পেরিয়ারের প্রশ্ন ছিল, 'ধর্ম মানুষের জন্য, না মানুষ ধর্মের জন্য?' 'আমাদের ধর্ম যদি মান্যতা দেয় যে ঈশ্বর সবার কাছেই সমান এবং সর্ব-বিরাজিত, তাহলে কেন নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের কিছু মানুষকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, বিগ্রহের কাছে যেতে দেওয়া হবে না?'

পশ্চিম ভারতে জোতিরাও ফুলে এবং বি আর আম্বেদকার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পেরিয়ার দক্ষিণ ভারতে ঠিক সেই কাজই করেছেন। নিজের দলের মুখপত্র 'কুদিয়ারাসু'তে ৭ জুন ১৯৭১ তিনি লিখেছিলেন, 'অব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য শ্রেণী, দরিদ্র এবং শ্রমিক যদি সাম্য এবং সমাজবাদ চায় তাহলে তাদের প্রথমে হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করতে হবে।' যে আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ আজ ডিএমকে বা এআইডিএমকে ব্যতীত অন্য কোন দল তামিলনাড়ু রাজ্যের শাসক হয়নি উদয়নিধি কি সেই শিকড়ে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছেন বা ইঙ্গিত দিয়ে রাজ্যের মানুষের মনে এক নতুন জাতীয়তাবাদের ধারণা উসকে দিচ্ছেন? উদয়নিধি বলতেই পারেন পেরিয়ারের কথারই তিনি পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু, তিনি উত্তর দিতে পারবেন না কেন তাঁর দল দলিত রামনাথ কোভিন্দ এবং আদিবাসী দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল।

আর একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন। তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যার ৮৭.৫৮% হিন্দু, ৬.১২% খৃষ্টান এবং ৫.৮৬% মুসলিম। হিন্দুপ্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে তামিল নাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পড়ে। এই দুই রাজ্যেই হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় নেই। আবার তামিলনাড়ুর মানুষ যে পেরিয়ারের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে ভোট দেন সেটাও বলা নিশ্চিত নয়। কারণ, ডিএমকে প্রতিষ্ঠার পর ৭৩ বছরে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের মনে অনেক বিবর্তন এসেছে। ২০২৪ সালে এনডিএ জোট আবার কেন্দ্রীয় সরকারে আসলে, এআইডিএমকে-র হাত ধরে তামিলনাড়ুতে বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদ মাথা চাড়া না দিতে পারে তারই আগাম সতর্কতা কি উদয়নিধির বক্তব্যের উদ্দেশ্য? বিগত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নাটকীয় ভাবে ডিএমকে জোট মোট ৩৯ আসনের ৩৮টি আসন পেয়েছিল। কিন্তু, তাতে দলের অঙ্ক ছিল ২৪। কিছুদিন আগে ডিএমকে'র যুব-সমাবেশে উদয়নিধি সব আসন জেতার জন্য দলের সদস্যদের লড়াই করার ডাক দিয়েছিলেন। রাজনীতিতে পারমুটেশন- কম্বিনেশনের শেষ নেই। আর পেশাদার নির্বাচনী ব্যবস্থাপকরা কি ভাবছেন তা আমরা শুধু অনুমান করতে পারি।

এবার চলে আসি 'ইন্ডিয়া' জোটের বিশিষ্ট অংশীদার তৃণমূল কংগ্রেসে। এই দল কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্যের নাম তপশ্চিমবঙ্গদ থেকে ইংরেজিতে তবেঙ্গলদ, বাংলায় তবাংলাদ এবং হিন্দিতে তবঙ্গালদ পরিবর্তিত করার প্রস্তাব এনেছিল যা কেন্দ্র নাকচ করে দিয়েছে। উদয়নিধির পথে হেঁটে রাজ্যের শাসক দল এখন সাত তাড়াতাড়ি রাজ্যের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' এবং তপ্রাদেশিক সঙ্গীত' নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই মতো ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজ্য বিধানসভাতে ১লা বৈশাখ 'বাংলা দিবস' নামে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালনের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো। এছাড়া 'রাজ্য সঙ্গীত' হওয়ার মান্যতা পেল রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ি এই প্রস্তাব কোন 'বিল' নয়। তাই রাজ্যপালের অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই স্বীকৃতির কোন আইনি মান্যতা নেই। এর ফলে শব্দদূষণ বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। পাড়ায় পাড়ায় বা রাস্তার মোড়ে রাজ্য সঙ্গীত এক নাগাড়ে বেজে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে তা বলাই বাহুল্য। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি জনসভায় এবার বলতে পারবেন, 'আমি এটা করে দিলাম' যেমন তিনি স্বাভাবিক ভাবে প্রায়শই বলে থাকেন। দুর্নীতির কলঙ্ক কি এই ঘটনা মুছে দেবে মানুষের মন থেকে? ্যহোয়াই আই অ্যাম নট এক ক্রিশ্চিয়ান' গ্রন্থের একই শিরোনামের প্রবন্ধে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন যে 'মহাবিশ্বের আদি বা শুরু থাকতেই হবে তার পক্ষে এমন কি কারণ আছে।' 'সব ধর্মের নিদান অনুযায়ি ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন তার উত্তর পাওয়া যাবে না।' ঠিকই একই যুক্তিতে অবিভক্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক বা সামাজিক ইতিহাস ঘেঁটে কোন বিশেষজ্ঞ হলফ করে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস খুঁজে পাবেন না। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা অনেক কিছুরই থাকে না। প্রতিষ্ঠার পিছনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে স্থপয়িতার নাম। পরোক্ষভাবে এই নামে অভিহিত হওয়ার লোভ মুখ্যমন্ত্রী হয়তো সামলাতে পারলেন না।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র যে অন্তঃসারশূন্য নির্বাচনী গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় সাধারণ মানুষ একদিন তা ঠিকই বুঝতে পারবে।

মতামত: লেখকের নিজস্ব

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলাশাসক হয়ে আসছেন তানভির আফজল

পুলিশ সুপার হচ্ছেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: রাজ্যজুড়ে একাধিক জেলাশাসককে বদলি করা হল। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দুকুমার মাজি হলেন পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলাশাসক। বিশেষ সচিব পদমর্যাদার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ওএসডি পদে থাকা তনভীর আফজলকে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক করা হল।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন ডব্লিউবিসিএস অফিসার পূর্ণেন্দুকুমার মাজি। জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সাফল্য রূপায়নে জোর দেন। এর পাশাপাশি ইয়াস পরবর্তী সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দিঘাকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা থেকে সেখানকার পর্যটন ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। জেলাশাসক হিসাবে তাঁর বদলির নির্দেশ এসেছে এদিন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নতুন জেলাশাসক হিসেবে এবারেও এক ডব্লিউবিসিএস অফিসারের উপর ভরসা রাখছে নবান্ন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলার দায়িত্ব পেতে চলেছেন তানভির আফজল। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল সেক্রেটারি হিসাবে কর্মরত।

জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার আইপিএস অফিসার অমরনাথ কে-এরও বদলির নির্দেশ এসেছে। এদিন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশিকায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বর্তমান পুলিশ সুপারকে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার করে পাঠানো হচ্ছে। পরিবর্তে পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন আইপিএস সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বর্তমানে অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) গ্রামীণ হুগলি জেলায় কর্মরত।

টোটোতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু ৪ কৃষকের, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: যাত্রী বোঝাই টোটোতে লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল চারজন কৃষকের। আহত হয়েছেন দু'জন। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম দীপেন রায় (৩৬), সুরজন বিশ্বাস (৪৫), পরান বিশ্বাস (৪৬) এই তিনজনের বাড়ি গাজোলের আহোড়া সংলগ্ন গৌরাঙ্গপুরে। অপর একজনের নাম ননিগোপাল বিশ্বাস (৫০)। তার বাড়ি আহোড়া সংলগ্ন কালিনগর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আহোড়ার কমল বিশ্বাস (৫০) ও টোটো চালক সুনীল মণ্ডল (৫০)। তাঁদের বাড়িও আহোড়া এলাকায়।

মঙ্গলবার সাতসকালে মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার আহোড়া শ্যামনগর এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পর লরি নিয়ে পালিয়ে যান চালক। এরপরই ওই এলাকার জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট তৈরি হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা নিয়ে টোটো চালক সহ মোট ৬ জনকে উদ্ধার করে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে চারজনের মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। বাকি দু'জন গুরুতর জখম হওয়ায় তাঁদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, এদিন আহোড়ার গৌরাঙ্গপুর এলাকার চার কৃষক একটি টোটোতে চেপে বোঝাই করে গাজোল কিষান মান্ডি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই টোটোর সামনে চালক সহ আরও এক যাত্রী ছিলেন। কিষান মান্ডি যাওয়ার পথে গাজোলের শ্যামনগর সংলগ্ন ৫১২ নং জাতীয় সড়কে তারা ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শিলিগুড়িগামী একটি পণ্য বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় টোটোটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, টোটোটি যাত্রী নিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে সঠিকভাবে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিকট আওয়াজের পর দেখা যায় রাস্তার ধারে টোটোটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। আর সেখানেই ওই যাত্রী সহ চালকরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া
২০২২ সালের ৯২নং অ্যাক্ট ৩৯ (মিস. সাকসেশান) মোকর্দ্দমা

শ্রী অরিজিৎ বিশ্বাস ....দরখাস্তকারী

দরখাস্তকারী :- অরিজিৎ বিশ্বাস, পিতা- ৺হরবিলাস বিশ্বাস, সাং- ৪১৩, কৈলাসনগর, পোঃ- ব্যান্ডেল জংশন, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২ ১২৩।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারীর মাতা সীমা বিশ্বাস মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৫/১১/২০১৭ দিবসে এবং দরখাস্তকারীর পিতা ৺হরবিলাস বিশ্বাস, মহাশয় বিগত ইংরাজী ০৪/০১/২০২২ তারিখে বে-উইল অবস্থায় পরলোকগমন করেন। দরখাস্তকারীর মাতা ও পিতার জীবনানান্তে অত্র দরখাস্তকারী তাহাদিগের একমাত্র পুত্র বিধায় স্বর্গীয় হরবিলাস বিশ্বাস মহাশয়ের ত্যাক্ত Stock Holding Corporation of India Ltd. -এর অধীনস্থ Agritech (India) Ltd. EQ, Nath Blogenes (India) Ltd. EQ, Tech India Nirman Ltd. EQ, TVS Electronics Ltd. EQ, Kingfisher Airlines Ltd. EQ, LANCO Infratech Ltd. EQ এবং PAN INDIA Corporation India Ltd. EQ -এর সর্বমোট ৭৫,২৪৪.৫০ টাকা মূল্যের শেয়ারের নিমিত্তে তথা স্বর্গীয় সীমা বিশ্বাস মহাশয়ার ত্যাক্ত Stock Holding Corporation of India Ltd. এর অধীনস্থ ACC Ltd. EQ, Bank of India EQ, BATA India Ltd. EQ, Canara Bank EQ, Hexa Wall Technologies EQ, IFCI Ltd. EQ, Kingfisher Airlines Ltd. EQ, L & T Finance Holding Ltd., LANCO Infratch Ltd. EQ, Mahanagar Telephone Nigam Ltd. EQ, NHPC Ltd. EQ, Oil & Natural Gas Ltd. EQ, Origin Agrastar Ltd. EQ, Punjab National Bank EQ, Reliance Power Ltd. EQ, State Bank of India EQ, Tech Mahindra Ltd. EQ, The Tata Power Company Ltd. EQ, Unioun Bank of India EQ এবং Vodafone Idea Ltd. EQ, সর্বমোট ১৭,৩২,৫৪৪.৭০ টাকা মূল্যের শেয়ারের নিমিত্তে উপরিলিখিত আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন। যাহা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় রহিয়াছে। এক্ষণে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ক কাহারও কোনরূপ ওজরাপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে স্ব-শরীরে বা উপযুক্ত আইনজ্ঞ/মোক্তার/উকিলবাবুর মারফৎ সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হইয়া তথায় নিজ বক্তব্য দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় উপরিউক্ত মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Sudeshna Sadhu
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং,
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly

শিক্ষার হাল ফেরাতে 'ভারত শিক্ষা যাত্রা'

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং শিক্ষকদের শোষণত জ্বলন্ত সমস্যা দূর করতে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 'ভারত শিক্ষা যাত্রা'র আয়োজন করেছে অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাস ব্যাপী এই কর্মসূচি সমগ্র ভারতজুড়ে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ। গুজরাতের সোমনাথ, পঞ্জাবের ওয়াঘা বর্ডার, মেঘালয়ের তুরা এবং তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে এই রথ পরিক্রমা বের হয়েছে। পাঁচই অক্টোবর ভারত পরিক্রমা করে দিল্লিতে চারটি রথ রামলীলা ময়দানে মিলিত হবে সেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবসে প্রায় ১ লক্ষ শিক্ষক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষা নীতির প্রতিবাদ জানাবেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যবস্থাপনায় আসাম থেকে আসা ভারত শিক্ষা যাত্রা 'রথ 'কে ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ারে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। ছাত্র-ছাত্রী দের গুণগত শিক্ষার মান বাড়াতে জনসাধারণকে আরও সচেতন হওয়ার ডাক দিয়ে ভারত শিক্ষাযাত্রার ঘোষণা করেছেন অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ।

উত্তর থেকে দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলা অতিক্রম করে ভারত শিক্ষা যাত্রার এই রথ মঙ্গলবার দুপুরে এসে পৌঁছায় বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি তে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি রামসহায় মুখ র্জি বলেন কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার বেসরকারিকরণের দিকে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠেলে দিচ্ছে কোথাও কোথাও পিপিপি মডেল চালু করার কথা ঘোষণা করেছে তারই প্রতিবাদে আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। তিনি বলেন শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধের পাশাপাশি দেশব্যাপী পুরনো পেনশন স্কিম চালু করতে হবে, একই যোগ্যতা মানে সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সব রাজ্যে একই করতে হবে এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ভাতা প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ন্যায় বকেয়া সহ ডি এ প্রদান, শিক্ষকতা বহির্ভূত কাজ থেকে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়কে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের আওতায় এনে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে বলে ১০ দফা দাবি জানিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে তারা একটি পথসভারও আয়োজন করেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বীরভূম জেলা শাখার সম্পাদক অপূর্বকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠ নিয়ম নীতি যেমন রাখা দরকার তেমনি স্বচ্ছতা মেনে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে রাজ্যে।' অভিযোগ প্রায় ১১ বছর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়নি তাই রাজ্যের ৬০ শতাংশ স্কুলে টিআইসি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার পানাগড় গ্রামে। মৃত যুবকের নাম আকাশ লোহার। বয়স ১৯ বছর। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাবার খেয়ে আকাশ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ পরেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর খোঁজ শুরু করেন বলে দাবি। সোমবার গভীর রাতে বাড়ির পাশের একটি গাছের ডালে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

ঠিকানা: ৩য় তল, পিসিমল টাওয়ার ২য় মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

সমন/নোটিশ

টি.ও.এ. নং ১০২৮-২০১৭ সালের
(ও.এ. ২৭০/২০১৫ থেকে)
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
....আবেদনকারী
বনাম
শ্রী তুহিন দাস এবং অন্যান্য
.... বিবাদী(গণ)

প্রতি

১. শ্রী তুহিন দাস, পিতা শ্রী তুষারকান্তি দাস, সাকিন ৫৬/১, স্টেশন রোড, লালবাগ, পো-থানা-জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৯, এবং সংশ্লিষ্ট একই ঠিকানায় অটো পার্টসের খুচরা ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী।

২. শ্রীমতি সুপ্রভা দাস, স্বামী শ্রী তুষার কান্তি দাস, সাকিন ৫৬/১, স্টেশন রোড, লালবাগ, পো-থানা-জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৯।

৩. শ্রী তুষার কান্তি দাস, পিতা প্রয়াত খগেন্দ্র নাথ দাস, সাকিন ৫৬/১, স্টেশন রোড, লালবাগ, পো-থানা-জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৯

যেহেতু সংশ্লিষ্ট আবেদন **ওএ নং ২৭০-২০১৫** সালের উক্তনাম্নী ব্যক্তিগণের সম্পর্কিত ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ২, কলকাতা অধীনে ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইন নথিভুক্ত।

এবং যেহেতু উক্ত **ওএ নং ২৭০-২০১৫** সালের স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনালে পুনরায় সংখ্যায়িত হয়েছে ট্রাইবুনাল **টিওএ নং ১০২৮-২০১৭** ডিআরটি-২ কলকাতা থেকে ডিআরটি শিলিগুড়িতে অধিক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে। আপনাদের ব্যক্তিগত বা আইনি ক্ষমতাপ্রদত্ত আইনজীবী বা যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী শুনানি/প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মামলায় **২১.০৮.২০২৩** তারিখ সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে **মহামান্য ট্রাইবুনাল** সমীপে।

আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট আবেদনের আপনাদের অনুপস্থিতেই শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ **৫ আগস্ট ২০২৩।**

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
রেজিস্ট্রার/অ্যাসি.রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

NOTICE

I, Mobarak Hossain S/O Late Abdul Gaffar residing at BL. No. 18, Holding No. 11, P.O. + P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 by affidavit of Judicial Magistrate 1st Class Barrackpore date 15.07.2023 hereby declare that a partition Deed bearing no. 150709835 registered in Book No. 1, Volume No. 1507-2018, Page No. 187915 to 187942 executed between a) Md. Isha b) Mobarak Hossain, c) Majarul Haque and Istekhar Hussain at the ADSRO Naihati on 13-12-2018. That due to ignorance or typographical mistake the LR Khatian No. 192 has been typed in place of 1392 in the respective deed and Schedule of property whenever in the Partition Plan the actual LR Khatian No. 1392 recorded or typed. Two deed of Gift has been made the share of the respective holder one Deed of Gift bearing No. 9866 on 13-12-2018 a registered in Book No. 1, Volume No. 1507-2018, Page No. 188454 to 177471 executed between Md. Ashique and Istekhar Hussain. One Deed of Gift has been made the share of the respective holder Deed of Gift bearing No. 9865 on 13-12-2018 a registered in Book No. 1, Volume No. 1507-2018, Page No. 188437 to 188453 executed between Majarul Haque and Mobarak Hossain. That I am swearing this declarations to treat the same one in place of LR Khatian No. 192 to LR Khatian 1392 each and everywhere.

NOTICE

In the Court of Learned 4th Additional District Judge at Paschim Medinipur
Ref:- Mat Suit No. 217/2020
Petition under order- 5 Rule 20 of C.P.C

Smt Manasa Dhir
...Petitioner
-Versus-
Sri Rakesh Prasad
...Respondent

NOTICE

This is to information Sri Rakesh Prasad, S/o- Sri Kamdev Prasad, R/o- Sonamukhi, Jholi, P.O.- Hijli, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, PIN- 721306, that the above named Petitioner has filed an application u/s-13 of Hindu Marriage Act, against you i.e. the respondent Sri Rakesh Prasad.

If the respondent, Sri Rakesh Prasad has any objection then you in person or through your Learned advocate may appear in Court on 14-09-2013 otherwise the matter shall be heard exparte.

By Order
Sanjoy Roy
Serestadar
4th Additional District Judge
Paschim Midnapore

SBI এসবিআই মেদিনীপুর শাখা (০০১৩২)
পোস্ট: মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১
টেলি নং: (০৩২২২)২৭৫১৩০/২৬১০৪০ ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in

পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং. -৩৫৫৫৭৪১৮২৬৫/ ৩৭৫৬০৪১৭২৮৪

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ১২.০৭.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্রীকান্ত ওঝা**, গ্রাম এবং পোঃঅঃ- আবাশ (রাজারদীঘির কাছে), এবং থানা-কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১০২ -কে নোটিশে উল্লিখিত **২৮,১২,৫৮৩.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা মাত্র) ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে হালনাগাদ সুদ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৮,১২,৫৮৩.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা মাত্র)** সেইসঙ্গে অর্জিত সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তি জমি ও বিল্ডিং এর বিবরণ:-

স্বত্বাধিকারী শ্রী শ্রীকান্ত ওঝা, পিতা- শ্রী গজেন্দ্র ওঝা, আবাশ (রাজার দিঘির কাছে), থানা- কোতোয়ালি, পিন-৭২১১০২ , জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

৩.৩৭ ডেসিমেল (১৪৬৭.১৩ বর্গফুট) পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-কাংলিগঞ্জ পাটনা, জেএল নং. ১৯২, আরএস প্লট নং- ২৫২ (পার্ট), এল আর প্লট নং-২৫২(পার্ট), সাব প্লট নং-৪, খতিয়ান নং- আরএস-২১, হাল- ১০০০, ২০০৩, ২০০৪, ২০০১, ১০০৫ ও ১০০২ থানা-কোতোয়ালি, সিরোমনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এডিএসআর, মেদিনীপুর দলিল নং আই-২০২১, তারিখ- ২৬.০৫.২০১৪, বই-১, ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা ৩৮৩৮ থেকে ৩৮৫৭ পর্যন্ত, শ্রী শ্রীকান্ত ওঝা, পিতা শ্রী গজেন্দ্র ওঝা এর নামে, বাসস্থান- আবাশ (রাজার দীঘির কাছে) থানা- কোতোয়ালি, পিন-৭২১১০২, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। **সীমানা: উত্তর-** কল্যাণ গিরির প্রেমিসেস; **দক্ষিণ-** রাস্তা; **পূর্ব-** রাস্তা; **পশ্চিম-** অন্যের সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ১১.০৯.২০২৩
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পড়ে রয়েছে ঝাঁ চকচকে অফিস, খানাকুলে পার্কিং জোনে সরকারি কাজে কেন! প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে জেলার কৃষি দপ্তরের অফিস। কিন্তু সেখানে জায়গা হচ্ছে না অফিসিয়াল কাজের। অভিযোগ, কৃষি দপ্তর পড়ে থাকলেও, কৃষকদের শস্য বিমার ফর্ম তোলা ও জমা করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ঝোপঝাড়ে ঘেরা, অপরিচ্ছন্ন আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসের পার্কিং জোন।

অভিযোগ, সেখানেই লম্বা লাইন দিতে হচ্ছে মহিলা থেকে পুরুষদের। প্রশ্ন, পার্কিং জোনেই যদি কৃষি সংক্রান্ত কাজকর্ম হবে, তাহলে ঘটা করে কৃষি দপ্তরের অফিস বানানোর প্রয়োজনটা কি!

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ১ নম্বর বিডিও অফিসের অবস্থাও অবশ্য তথৈবচ। নোংরা চারদিকে। বর্ষার জল পেয়ে চত্বরে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। সেখানেই বিল্ডিং এর নীচে তৈরি হয়েছে পার্কিং জোন তথা গাড়ি রাখার গ্যারেজ। সার দিয়ে চার চাকা গাড়ি এবং মোটর সাইকেল রাখা আছে। আর তার মধ্যেই চলছে অফিস। এলাকার কৃষক থেকে শুরু করে কৃষকের স্ত্রীরাও নিরুপায় হয়ে ওই পাকিং জোনে গিয়ে ফসলের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের আক্ষেপ, অফিস থাকা সত্ত্বেও এখানে জমা নিচ্ছে বলেই পার্কিং জোনে এসে কাজ করাতে হচ্ছে।

অথচ ওই পার্কিং জোন থেকে কিছু টা দূরেই খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের কৃষি দপ্তরের অফিস। প্রশ্ন, অফিস থাকতে কেন এই ভ্যাপসা গরমে দাঁড়িয়ে থেকে এবং বিডিও অফিসে শেষপ্রান্তে হেঁটে গিয়ে পার্কিং জোনে গিয়ে ফর্ম জমা করতে বা তুলতে হবে?

এই প্রশ্ন করা হলে খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নইমুল হক বলেন, 'মিডিয়ার কাজ কুৎসা রটানো। অপপ্রচার করা। ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কৃষি দপ্তর তৈরি হয়েছে। সেখানেই সব কাজ হয়। হয়তো ছায়া জায়গা বলে ওখানে কিছু কাজ হচ্ছে।'

শাসক দলের এই নেতার মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন, যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষি দপ্তর তৈরি হয় তাহলে কৃষকদের পার্কিং জোনে যেতে হবে কেন?

এশিয়ান গেমসে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলে চুঁচুড়ার তিতাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: এশিয়ান গেমস হবে চিনের হাংঝৌতে। তার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে হবে প্রস্তুতি শিবির। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। এ বার লক্ষ্য সিনিয়র দলেও ভালো পারফর্ম করা। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভারতীয় মহিলা দলের শিবির হবে ১৩-১৬ সেপ্টেম্বর। শিবির শেষে দলের সঙ্গে চিনে পাড়ি দেবেন বঙ্গকন্যা ।

মেয়েদের ক্রিকেটেও বিশ্বের অন্যতম সেরা দল ভারত। প্রাপ্তি অনেক কিছুই। শক্তিশালী দল হলেও আইসিসি টুর্নামেন্টে এখনও অবধি ট্রফি নেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। ওয়ান ডে এবং টি-টোয়েন্টি, দুই ফরম্যাটেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে ভারতীয় মহিলা দল। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। মহিলা ক্রিকেটে আইসিসি ট্রফির খরা কেটেছে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে। বিশ্ব জয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বাংলার পেসার তিতাস সাধু। সামনেই এশিয়ান গেমস। প্রথম বার দেশের সিনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছেন চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস।

হাংঝৌ এশিয়ান গেমস থেকে সোনার পদক জেতার সংকল্প নিয়েই কলকাতা ছাড়েন তিনি। হরমনপ্রীত

কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতের মহিলা দলে তিতাস ছাড়া বাংলা থেকে রয়েছেন রিচা ঘোষ। চুঁচুড়া থেকে রওনা হওয়ার আগে লক্ষ্য সম্পর্কে তিতাস বলেন, 'এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেয়েছি। আমরা সকলেই চেষ্টা করব নিজেদের সেরাটা দেওয়ার। আশা করব, যেন গোল্ড মেডেল নিয়ে ফিরতে পারি। আমার প্রস্তুতি যথেষ্ট ভালো হয়েছে। কিন্তু এত বড় গেমসের জন্য কখনওই প্রস্তুতি এ ভাবে সম্পূর্ণ হয় না। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপরও কিছুটা নির্ভর করবে। ওখানে পৌঁছে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ একটা ধাপ। পরের আর একটা ধাপ হল সিনিয়র দলে খেলা। সিনিয়র দলে যাতে জায়গা ধরে রাখতে পারি, পারফরম্যান্সে সেই চেষ্টাই করব।'

তিতাসের বাবা রনদীপ সাধু বলেন, 'একদিনের ক্রিকেট কিংবা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ কিংবা অন্যান্য প্রতিযোগিতার থেকে এশিয়ান গেমস আলাদা। একটা বড় মঞ্চ। এশিয়ার সব থেকে ভালো ক্রীড়াবিদরা থাকবে। তাদের সঙ্গে দেখা হবে। নতুন অভিজ্ঞতাও হবে তিতাসের। এশিয়ান ক্রিকেটে ভারত অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানও ভালো। সিনিয়র দলে সুযোগটা তিতাসের প্রাপ্য ছিল। যদিও সেই সুযোগ এত তাড়াতাড়ি আসবে, ভাবিনি। আশা করি, ও দেশের হয়ে পদক আনতে পারবে।'

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাঁশবেড়িয়া শাখা (০৫৯১৯)
৪৫, রুদ্র মেইন রোড, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫০২
ফোন নং: ০৩৩২৬৩৪৭৮৭১/৬৪৭২। ই-মেইল: sbi.05919@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সৌমেন মুখার্জি, ই-মেইল আইডি: soumen.mukherjee@sbi.co.in মোবাইল নং ৯৬৭৪৭৫০৯৭১

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সারফায়েসি এক্ট ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি (গুলি) দখল নিয়েছেন। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে চার্জকৃত সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে" -এর ভিত্তিতে।**

	ক. ঋণগ্রহীতার নাম খ. জামিনদারের(গণ) নাম গ. বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য যার সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হচ্ছে	টাইটেল ডিড ধারকদের নাম এবং সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) (টাকায়)
১.	**মেসার্স রাজা এন্টারপ্রাইজ** স্বত্বাধিকারী - সাহিদ রাজা, পিতা-শামি আহমেদ, কনক কমপ্লেক্স, লিচু বাগান, নেতাজি পার্ক, পোস্ট - ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী - ৭১২১২৩ **শ্যামা চরণ দে** (জামিনদার) কেওটা, ব্যান্ডেল, পোস্ট - ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী -৭১২১০৪ **রহমত আলী** (জামিনদার) মানসপুর রোড, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলী- ৭১২১২৩	কনক কমপ্লেক্স নামে পরিচিত জি+৪ তল বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান নং "৮" -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্লিন্থ এলাকা ১২৭.০০ বর্গফুট, মৌজা - বলাগড়, জেএল নং - ৮, আরএস দাগ নং - ১ (পি), আরএস খতিয়ান নং - ৬১, নেতাজি পার্ক, লিচুবাগান মোড়, পোস্ট- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী -তে অবস্থিত। সম্পত্তি আছে সহিদ রাজার নামে। **দখলের ধরন: বাস্তবিক**	**ক) ৬,০০,০০০.০০ টাকা** **খ) ৬০,০০০/- টাকা**

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৬.১০.২০২৩। সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা ১২০ মিনিট প্রতিটি বিডের জন্য ৫ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ। **বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১০,০০০ (দশ হাজারটাকা মাত্র)।**

বিডে অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র/কেওয়াইসি ডকুমেন্টস/ইএমডির প্রমাণ ইত্যাদি জমা দেওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৪.১০.২০২৩ তারিখে বা তার আগে বিকাল ৩টা পর্যন্ত

সকল সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা

১. ই-অকশন "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে" এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং "অনলাইন" এ পরিচালিত হবে। অকশনটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে পরিচালিত হবে ওয়েব পোর্টাল (https://sbi.auctiontiger.net)-এ এবং ই-অকশন অনলাইন বিড ফর্ম সমন্বিত ই-অকশন টেন্ডার ডকুমেন্টে, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী (ঠিকানা এবং ওয়েবসাইট) -তে উপলব্ধ।

২. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং জানা তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দায়বদ্ধতা নেই, যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়-দায়িত্বে নিলামে রাখা সম্পত্তির শিরোনাম এবং দাবি, সম্পত্তির অধিকার/ পাওনা/ প্রভাবিত সম্পত্তি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। ই-অকশনের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে। সম্পত্তিটি ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

৩. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং ৩৭৬০৮১০৭৪৫৩, আইএফএসসি নং : SBIN00005919 -এ দরদাতাদের দ্বারা স্থানান্তর/জমা করা রিজার্ভ মূল্যের ১০% । এসবিআই বাঁশবেড়িয়া শাখা, এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে তার ই-অকশন সাইট https://www.auctiontiger.net -এ অকশন টাইগার দ্বারা প্রদত্ত এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে

বিক্রয়টি সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে । ১. www.sbi.co.in ২. www.sbi.auctiontiger.net (নিলাম সংস্থার নাম- মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার, ঠিকানা- বি-৭০৪ ওয়াল স্ট্রিট-২, ওরিয়েন্ট ক্লাব এর বিপরীতে, গুজরাট কোলাজ -এর কাছে, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ-৩৮০০০৬. গুজরাট (ভারত), দরদাতাদের সাহায্য-যোগাযোগ নং- **হেমানি সোনি নন্দলাল মো. নং. ৬৩৫২৬৩৪৭৩৬. ডি.৭৯৬৮১৩৬৮৮৯. ওয়েব পোর্টাল ঠিকানা- https://sbi.auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, ই-মেইল ঠিকানা: soni@auctiontiger.net**

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৩
স্থান: বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Ludlow লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লি.

রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ভারত **CIN : L65993WB1979PLC032394**
ফোন : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ফ্যাক্স নং : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ইমেল : info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট :** www.ludlowjute.com

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা এবং এজিএম ই-ভোটিং

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির বিধান অনুসারে, কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করেছে ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে শেয়ারহোল্ডারদের বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভোটদান। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯টায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে রবিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টা (আইএসটি)।

কোম্পানি ৪৪তম এজিএম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী শচীন কুমারকে নিযুক্ত করেছে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কালের সমাপ্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত ইলেকট্রনিক ভোট এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের যাচাই-বাছাই করেন এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ তার প্রতিবেদন জমা দেন। যাচাই-বাছাইকারীদের মতে সমন্বিত ফলাফল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

প্রস্তাব নং	বিবরণাদি	পক্ষে ভোট শতাংশ	বিপক্ষে ভোট শতাংশ
১	**সাধারণ ব্যবসা** নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বিবৃতি এবং তার উপর পরিচালনা পর্ষদ এবং নিরীক্ষকদের রিপোর্ট	৯৯.৩৭	০.৬৩
২	**সাধারণ ব্যবসা** ১০ টাকার প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ডিভিডেন্ড ১.৫০ টাকা হিসেবে ঘোষণা	১০০.০০	০.০০
৩	**সাধারণ ব্যবসা** শ্রী রাজ্য বর্ধন কানোরিয়া (ডিআইএন ০০০০৩৭৯২) এর নিয়োগ, যিনি উপযুক্ত হিসেবে নিজেকে পুনরায় নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন।	৯৯.৩৭	০.৬৩
৪	**বিশেষ ব্যবসা** মেসার্স এসপিকে অ্যাসোসিয়েটস, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস (ফার্ম রেজিস্ট্রেশন নং ০০০০৪০), কোম্পানির কস্ট অডিটরদের ৩১ মার্চ, ২০২৩-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ।	৯৯.৩৭	০.৬৩
৫	**বিশেষ ব্যবসা** কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অতিরিক্ত পরিচালক, শ্রী আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল (ডিআইএন ১০১৯৮৮২১) এর নিয়মিতকরণ।	৯৯.৩৭	০.৬৩

স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের ভিত্তিতে, ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সমস্ত রেজোলিউশনগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ কুমার গুপ্তা
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০৯.২০২৩

নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মৃত ৩, অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কের সেন্টারিংয়ের পাটা খুলতে নেমে মৃত্যু হল তিনজনের। গুরুতর অসুস্থ আরও দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহি থানার বড়বৈনান এলাকার কয়ালপাড়া এলাকায়।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা হলেন জয়দেব মাল, বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়, অন্যজন অশোক সাঁতরা (১৮) এবং সুন্দরম মালিক(১৯)। যে বাড়িটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই বাড়ির ছোট ছেলে অর্থাৎ সুন্দরম মালিকও সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে আর উঠতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। যে দু'জন অসুস্থ হন তারা হলেন জগন্নাথ মালিক ও অনুপ মালিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে জয়ন্ত মালিকের নির্মীয়মাণ বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্কের পাটা খোলার জন্য প্রথমে দু'জন শ্রমিক নীচে নামেন। কিন্তু তাঁদের কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে আরও তিনজন একে একে ট্যাঙ্কের নীচে নেমে যান। ট্যাঙ্কের জমা জলে তৈরি হওয়া গ্যাস থেকে সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনার পরই সকলকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি অসুস্থ দু'জনকে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেওয়া হয়।

এই ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ায় শিক্ষককে স্কুলে ঢুকে মারধরের অভিযোগ অভিভাবকদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: ক্লাসে পড়া না করায় এক দশম শ্রেণির ছাত্রকে স্কুলের শিক্ষক শাস্তি দিয়েছিলেন বলে দাবি। তারই প্রতিবাদে ছাত্রের অভিভাবক ক্লাসরুমে ঢুকে ওই শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করলেন বলে অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া শ্যামপুরের নাওদা নয়নচন্দ্র বিদ্যাপীঠে।

জানা গিয়েছে, সোমবার গ্রামার ক্লাসে ঠিকমতো ক্লাস না করায় ইংরাজির শিক্ষক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস দশম শ্রেণির ওই ছাত্রকে প্রথমে কান ধরে ওঠবস করতে বলেন পরে ওই ছাত্রের গায়ে হাত তোলেন বলে অভিযোগ। প্রাথমিকভাবে সব মিটে গেলেও রাগে ওই ছাত্র বাড়ি চলে যায়। এরপরই ছাত্রের বাড়ির অভিভাবক টিফিনের সময় ছুটে আসেন স্কুলে এবং টিচার্স রুমে ঢুকে ইংরেজি শিক্ষককে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। আটকাতে গেলে আর এক শিক্ষককে মারা হয় বলেও অভিযোগ। পুরো ঘটনাটি টিচার্স রুমে থাকা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে।

এই ঘটনাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিক্ষকরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণাভ বাজানি বলেন, 'রাজ্যের অন্যতম নামী আমার স্কুল। এই ধরনের ঘটনায় আমি হতবাক।' অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনভর সরগরম থাকল রাজ্য। বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ক্লাস বয়কট করেন শিক্ষকরা। কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এছাড়া এর মাঝেই এই ধরনের ঘটনায় দোষী অভিবাবকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ান প্রাক্তনীরা। তাঁরা স্কুল গেটে প্রতিবাদ সভা করেন দোষী অভিভাবকদের শাস্তির দাবিতে। পরে স্কুলের প্রায় সব ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রাক্তনীদের মিছিলে যোগ দেয়।

পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শেখ মকবুল ও শেখ বিলাল নামের দুই অভিভাবককে গ্রেপ্তার করেছে। তবে যে ভাবে প্রাক্তনীরা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অন্য অভিভাবকরাও।

মালদা জেলা পরিষদের কাজে এবার একঝাঁক নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা পরিষদে স্থায়ী সমিতির গঠনের পর কর্মাধ্যক্ষের পদে এক ঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এলো তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। পাশাপাশি অর্থ সংস্থা উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা দপ্তরটি নিজের হাতেই রেখেছেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। বাকি জেলা পরিষদের নয়টি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ এবং তিন জন করে স্থায়ী সমিতির সদস্য গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি এবং কর্মধ্যক্ষদের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন মালদা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে তৃণমূলের নির্বাচিত ৩৪ জন সদস্যের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন শাসকদলের বিধায়কেরাও। সেখানেই স্থায়ী সমিতির গঠন করা হয়। এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে মালদা জেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরে একজন করে কর্মাধ্যক্ষ এবং তিন জন করে সদস্য রাখা হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের দলনেতা করা হয়েছে শামসুল হককে। উপাধ্যক্ষ হয়েছেন মালা রহমান। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন কবিতা মণ্ডল। পূর্ত ও পরিবহণ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন ফিরোজ শেখ। শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন ফজলুল হক। কৃষি সেচ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রবিউল ইসলাম। শিশু ও নারী উন্নয়ন জলকল্যাণ

কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন পূর্ণিমা দাস বারুই। বন ও বনভূমি হয়েছেন আব্দুল রহমান। খাদ্য সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন রিতা সিংহ। ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন রেজিনা মুর্মু। মৎস্য প্রাণিসম্পদ কর্মধ্যক্ষ হয়েছেন রেজাউল করিম বক্সী। তবে অর্থ দপ্তরটি আপাতত নিজের হাতে রেখেছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও সহকারি সভাধিপতি রয়েছেন এটিএম রফিকুল হোসেন।

এই স্থায়ী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে অনেক নতুন মুখকে নিয়ে আসা হয়েছে। যাদের মধ্যে রেজাউল করিম বক্সী, রীতা সিংহ, রেজিনা মুর্মু, পূর্ণিমা দাস বারুই, ফিরোজ শেখ, কবিতা মন্ডল এরা প্রত্যেকেই একেবারেই নতুন। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে এঁরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়। তবে নবীন এবং প্রবীণ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলে নির্বাচিত প্রার্থীদের সমতা বজায় রেখেই বিভিন্ন দপ্তরের কর্মধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৪৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৩৪টি আসনে জয়লাভ করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মালদা জেলা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। বিরোধী দল বিজেপি কংগ্রেস বাকি আসনগুলো পেয়েছে। তবে জেলা পরিষদের মূল কাজ গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে কিছু নতুন মুখকে কর্মধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং কিছু প্রবীণ নির্বাচিত নেতারাও রয়েছেন যারা কর্মধ্যক্ষের পদে থেকে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করবেন।

'বহিষ্কৃত'দের বিক্ষোভে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দল থেকে 'বহিষ্কৃত'দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার। মঙ্গলবার তিনি বাঁকুড়া শহরের নতুনগঞ্জে দলের জেলা দপ্তরে গেলে তাঁদের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। এমনকি সুভাষ সরকার গো ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি পরে দলের জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল ভিতরে ঢুকতে গেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পিছনে দলে সদ্য বহিষ্কৃত নগর যুব মোর্চা সভাপতি মোহিত শর্মা, বাঁকুড়া বিধানসভা কনভেনর কৌশিক সিং ও রাজ্য যুব মোর্চা সদস্য রিকু শর্মা ও তাঁদের অনুগামীরা আছেন বলেও অভিযোগ। বিক্ষোভকারীরা দলে একনায়কতন্ত্র, ভোটে সেটিং করে হারানোর তত্ত্ব হাজির করে বলেন এটা ছিল প্রতীকী প্রতিবাদ। তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশ করে বহিষ্কৃতরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে দাবি বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের। এঁরা দলের ক্ষতি করতে চাইছেন বলেও তিনি দাবি করেন। এই মুহূর্তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হাজির বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে,নিম্নেবর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্থানিক/কার্যকর/প্রতীকী** স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন অছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **১৬.১০.২০২৩** তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা) নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) শ্রীমতি সাজদা বিবি এবং শেখ ফৈয়াজ খ) বড়িশা ব্রাঞ্চ	মৌজা - নোয়াপাড়া, পরগনা - বালিয়া, জেএল নং - ০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং - ৫৩১, থানা - মহেশতলা, জেলা - ২৪ পরগনা-৭০০১৪১, এডিএসআর বেহালা ওয়ার্ড নং ২১, মহেশতলা পুরসভা অধীন, জেলা ২৪ পরগনা ঠিকানায় বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা জি-১ তলা ভবন সহ সকল অংশ **চৌহদ্দি** - উত্তরে - আলাউদ্দিন খানের জমি, দক্ষিণে - শেখ আহমেদ আলি এবং অন্যান্যের জমি, পূর্বে - আলাউদ্দিন খানের জমি, পশ্চিমে - ১২ ফুট চওড়া বোগা নোয়াপাড়া রোড সমন্বিত।	**২৫,১৬,৮৩৮.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ ষোলো হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা) ০২.০৪.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং শুল্ক সহ।	ক) ২৬,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৮,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50479456488 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬ অক্টোবর, ২০২৩ (১৬.১০.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।

সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর **"১৮০০-১০২-৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৯.০৯.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ১) এবং ১৬.১০.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ২)** বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৯.২০২৩ (ক্রম নং ১) | **ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৬.১০.২০২৩ (ক্রম নং ২)**

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টর্ন ভিডিওটিক্স প্রা. লি., আইনি উত্তরাধিকারী - প্রয়াত শেফালি গুহ : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহা, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ। শ্রীমতি সর্বাণী গুহা, ৫) শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল, ৬) বিশ্বজিৎ গুহা, পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, ৭) কেতন মৈত্র,** পিতা প্রয়াত বি মৈত্র **সম্পত্তি নং : ০১** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ১ বেড রুম, ১ বাথ রুম, ১ প্রিভি,১ ড্রইং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতলে সংশ্লিষ্ট জমির ১/১৩ অংশ মোকারারি বাস্তু জমি তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক, ১৮ বর্গফুট, কমবেশি,কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা-৭০০০৪৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট কমবেশি, সকলের ব্যবহারের পরিষবা এবং সুবিধাদির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দারের জমি এবং সাধারণের চলার পথ রহিম ওস্তাগর রোডের দিকে, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বাসাকের জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১১৫০-২০০৬ সালের অনুযায়ী।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ২বেড রুম, ১ বাথ রুম ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, সংশ্লিষ্ট জমির ১/১৩ অংশ মোকারারি বাস্তু জমি তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক, ১৮ বর্গফুট, কমবেশি,কলকাতা পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা-৭০০০৪৫, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি, সকলের ব্যবহারের পরিষবা এবং সুবিধাদির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি** : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দারের জমি এবং সাধারণের চলার পথ রহিম ওস্তাগর রোডের দিকে, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ,পশ্চিমে : বাসাকের জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১১৫১ - ২০০৬ সালের (দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত) অনুযায়ী।** **সম্পত্তি নং : ০২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে একতলায় চারতলা ভবনের এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১-১/২ ছটাক, চারতলা ভবন, প্রেমিসেস নং ৯/১৬এ, গোবিন্দ পুর রোড (ডাক ঠিকানা ১৬, দাস নগর কলোনি), থানা -লেক,কলকাতা- ৭০০০৪৫,ওয়ার্ড নং : ৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ই পি নং: ১৬, এস পি নং : ৪২, মৌজা : গোবিন্দপুর, সি এস প্লট নং ১১৯(অংশ) এবং ১২৭ (অংশ), জেএল নং: ৩৮, এডিএসআর : আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ই পি নং : ১৭, দক্ষিণে : কলোনি রোড, পূর্বে : কলোনি রোড, পশ্চিমে : ইপি নং ১৪ সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১৬৩৬ - ২০১০ সালের (দখলের ধরন : স্বত্বদখলীকৃত) অনুযায়ী।** **সম্পত্তি নং : ০৩** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫ পরিমাণ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে ৩য়তলে, সংশ্লিষ্ট জমির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের এরিয়া উক্ত ভবনে অবিভক্ত অংশের ভাগ এভং সকল অন্যান্য সুবিধাদির ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ফিটিং ফিক্সচার চার্জ, ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং, প্লাস্টারিং, ফ্লোরিং এবং জলের সংযোগ, শৌচালয় সংযোগ এবং অন্যান্য ভোগদখলের অধিকার সুবিধাসহ প্রেমিসেস নং ২৪৫, পঞ্চাননতলা রোড, জেলা-হাওড়া, থানা-শিবপুর, এসআরও হাওড়া অনুযায়ী। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চানন রোড, দক্ষিণে : হোল্ডিং নং ১২৪ এবং ১২৫, সদর বক্সি লেন, পূর্বে : সাধারণের চলার পথ এবং ২৪৬, ২৪৭ পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিমে : ২৪৪ পঞ্চাননতলা রোড সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি শেফালি গুহর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৭৯-১৯৯২ সালের (স্বত্ব দখলীকৃত)**	**সম্পত্তি নং - ০১** ক) ৩৯,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯২,৬০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং - ০২** ক) ২৪,১০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং - ০৩** ক) ১৫,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৯,২০০.০০ টাকা	৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ। চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ উপরিউক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ দিতে দায়বদ্ধ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫ **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)** **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.০৯.২০২৩**	ক) নেই **খ) সম্পত্তি নং ১ এবং ২ স্বত্ব দখলীকৃত এবং সম্পত্তি নং ৩ প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	ঋণগ্রহীতা : **মমতা হোসিয়ারি প্রাইভেট লিমিটেড**, ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতা : **১) শ্রীমতি মমতা ঘোষ, ২) শ্রীদেবনাথ ঘোষ, ৩) শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ** **সম্পত্তি ১** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৭ বর্গফুট তিনতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৪/এ, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাইলেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং -২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, মৌজা- বাল্টিকুরি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা,বর্তমানে লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন -৭১১১০৮, দলিল নং ২৮১২-২০১৪ সালের, সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : মেন রোড, পূর্বে : গীতা পালের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মেন রোড সমন্বিত। **(দখলের ধরন : প্রতীকী)।** **সম্পত্তি ২:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৫/এ, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং-৬৫,দাগ নং - -২৯২১, ২৯২২, ২৯২৪, সিট নং-০২, মৌজা- বাল্টিকুরি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা,বর্তমানে লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন -৭১১১০৮, দলিল নং ১৮০৪-১৯৯৭ সালের, সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : কেশব ভারত এবং নিরঞ্জন সরকারের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : বিমল কুমার রায়ের প্লট (দাগ- ২৯২৪), পশ্চিমে : রেখা পাল এবং মমতা গোপ (ঘোষ) এর সম্পত্তি সমন্বিত। **(দখলের ধরন : প্রতীকী)।** **সম্পত্তি ৩**: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট তিনতলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২১, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং-৬৫, দাগ নং - ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, ২৯২৪, সিট নং-০২, মৌজা- বাল্টিকুরি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা-জগাছা, বর্তমানে লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন -৭১১১০৮, দলিল নং ৬৩-১৯৯৫ সালের, সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি মমতা গোপ (ঘোষ) **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : রেখা পালের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ২৯২৩ এবং ২৯২৪ , পশ্চিমে : সড়ক এবং নিকাশি সমন্বিত। **(দখলের ধরন : প্রতীকী)।**	**সম্পত্তি নং - ০১** ক) ৮০,৪২,০০০.০০ টাকা খ) ৮,০৪,২০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং - ০২** ক) ৬২,৯১,০০০.০০ টাকা খ) ৬,২৯,১০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং - ০৩** ক) ৯৮,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯,৮১,৪০০.০০ টাকা	৮,৫৬,৭৪,০২৪.৮৬ টাকা **(আট কোটি ছাপান্ন লাখ চুয়াত্তর হাজার চব্বিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা ২৯.১০.২০২২** অনুযায়ী এবং অনাদায়ী সুদ, চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫ **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)** **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৯.১০.২০২৩**	ক) নেই খ) প্রতীকী দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক punjab national bank (भारत सरकार का उपक्रम) (Govt. of India Undertaking)
Oriental United

সার্কেল SASTRA : হুগলি
২৩এ রায় এম. সি. লাহিড়ি বাহাদুর স্ট্রিট
পো. শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি (প.ব.), পিন - ৭১২২০১
ইমেল আইডি : cs8240@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য সাধারণ নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি যা **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (নির্ধারিত ঋণদাতা) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক (স্বত্ব/কার্যকরী/প্রতীকী নিম্নোক্ত প্রতিটি সম্পত্তির অধীনে) দখলীকৃত **'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট বকেয়া এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ প্রত্যেকটি সম্পত্তির অধীনে নিম্নে বর্ণিত মতে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম ওয়েব পোর্টাল **(https://www.ibapi.in)** উপলব্ধ মাধ্যমে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। সাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত ডাক দাখিলে আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১.	ক) আরামবাগ শাখা খ) মেসার্স ন্যাশনাল রাইস মিল **অংশীদার : শ্রী বংশীবদন দে** গ্রাম-কানপুর, পো- বৈরাকানপুর থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১৩ **গ) শ্রীমতি লেখা দে (অংশীদার)** স্বামী শ্রী বংশীবদন দে গ্রাম -কানপুর, পো- বৈরাকানপুর, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন **মেসার্স ন্যাশনাল রাইস মিলের** নামে অবস্থিত গ্রাম- কানপুর, পো- বাইরাকানপুর, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি,উল্লেখ্য দলিল নং ২৫-২০০৬ সালের, জেএল নং ১২৪, খতিয়ান নং ৯০৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০৯২, ১০৯৩, ১১০৫, ১১০৬, ১১১০, এরিয়া ০.২৪ একর, ০.০৫ একর, ০.৯৫ একর, ০.০৭ একর, এবং ০.০৫ একর যথাক্রমে।	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ৭,২০,২৬,৩৬৩.৫৬ টাকা **৩১.১০.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ১৫.০৯.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	জমি এবং ভবনের জন্য ক) ২৭৪.০০ লাখ টাকা খ) ২৭.৪০ লাখ টাকা (২৯.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্য ক) ৩৬.৪৮ লাখ টাকা খ) ৩.৬৫ লাখ টাকা (২৯.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লাখ টাকা	৩০.০৯.২০২৩ সকাল১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত
২.	ক) রতনপুর মোড় শাখা খ) মেসার্স পদ্মা ভ্যারাইটি স্টোর্স **স্বত্বা.- শ্রী কেশব মন্ডল** পিতা শ্রী অষ্টুপদ মন্ডল, গ্রাম - বাবুরভেড়ি, পো-দেওয়ানভেড়ি, জেলা-হুগলি,পিন - ৭১২৪০৯ **গ) শ্রী কেশব মন্ডল (স্বত্বা.)** পিতা শ্রী অষ্টুপদ মন্ডল, গ্রাম -বাবুরভেড়ি, পো-দেওয়ানভেড়ি, জেলা-হুগলি, পিন -৭১২৪০৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ 'বাস্তু' জমি পরিমাণ ০১ শতক কমবেশি ২০০ বর্গফুট পাকা দোকান ঘর সহ মৌজা - বাবুরভেড়ি, জেএল নং ৮, দাগ নং ১৪০, আরএস খতিয়ান নং ১৯, এলআর ১১৮৫, গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- সিঙ্গুর। ক) রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-সিঙ্গুর, হুগলি, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৩৩৯৭-২০০৮ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৫৪২ থেকে ৫৫৫, তারিখ ১৬.০৯.২০০৮। **সম্পত্তির মালিক কেশব চন্দ্র মন্ডল**, পিতা অষ্টুপদ মন্ডল। খ) রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -সিঙ্গুর উল্লেখ্য দান দলিল নং ৩২৩৭-২০১১ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৯, পৃষ্ঠা ৩২৭০ থেকে ৩২৮০, **সম্পত্তির মালিক শ্রী কেশব চন্দ্র মন্ডল**, পিতা অষ্টুপদ মন্ডল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : ক্লাবঘর, দক্ষিণে : পুকুর, পূর্বে : পঞ্চায়েত রেডা, পশ্চিমে : দাগ নং ১৪০ জমি সমন্বিত।	ক) ০৯.০৬.২০২১ খ) ৩,৯৮,১৪২.৮৭ টাকা **০১.০৫.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ০৮.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ৭.৩৮ লাখ টাকা খ) ০.৭৪ লাখ টাকা (২৯.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লাখ টাকা	৩০.০৯.২০২৩ সকাল১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত
৩.	ক) মাহেশ শাখা খ) মেসার্স শিবানী এন্টারপ্রাইজ **স্বত্বা : শ্রীমতি শিবানী চৌধুরী** ১৪০/বি/১, সি এস মুখার্জি স্ট্রিট, পো-কোন্নগর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন ৭১২২৩৫ **গ) ১. শ্রীমতি শিবানী চৌধুরী (স্বত্বাধিকারী)** স্বামী শ্রী ছোটে লাল চৌধুরী **২. শ্রী ছোটেলাল চৌধুরী (জামিনদাতা)** পিতা যদুনন্দন চৌধুরী **উভয়ের ঠিকানা :** ১৪০/বি/১, সি এস মুখার্জি স্ট্রিট, পো-কোন্নগর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন ৭১২২৩৫, **আরও :** ১৪১, সি এস মুখার্জি স্ট্রিট, পো-কোন্নগর, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন ৭১২২৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল চৌহদ্দি সমন্বিত এবং নির্ধারিতভাবে বিস্তারিত বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফ-১, দ্বিতীয় তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬১০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, কিচেন,এক টয়লেট, সিঁড়ি এবং চাতালের এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমি অবস্থিত মৌজা- কোন্নগর, জেএল নং ৭, তৌজি নং ৩৯৮৯, আরএস ১৭৫৯, আরএস দাগ নং ৩৪১৭, খতিয়ান নং ২১০৪, পুর হোল্ডিং নং ১৪০/বি, সি এস মুখার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর পুরসভা অধীন, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২৩৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: সি এস মুখার্জি স্ট্রিট,দক্ষিণে : হাবিব মিঞার সম্পত্তি, পূর্বে : পুর লেন, পশ্চিমে : রাজ কুমার গুপ্তার ভবন, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস - এডিএসআর-শ্রীরামপুর,উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৭১১১-২০০৮ সালের, তারিখ ২৬.১১.২০০৮। বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৬৪৭৬ থেকে ৬৫০২, **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি শিবানী চৌধুরী,** স্বামী শ্রী ছোটে লাল চৌধুরী।	ক) ০৬.০৭.২০১৯ খ) ১৫,৪৪,২২৮.৯১ টাকা **৩০.০৬.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ** গ) ১৬.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৪.৫৫ লাখ টাকা খ) ১.৪৬ লাখ টাকা (২৯.০৯.২০২৩) গ) ০.১০ লাখ টাকা	৩০.০৯.২০২৩ সকাল১১.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'**।
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে ৩০.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টের মধ্যে।**
৪. **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৮.০৯.২০২৩ (দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে)।**
৫. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/publish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ :১৩.০৯.২০২৩/স্থান : শ্রীরামপুর — অনুমোদিত অফিসার/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে ঘুরপথে কার্যকর করতে চাইছে কেন্দ্র

সাংবিধানিক বেঞ্চে অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্থগিত হয়ে থাকা ব্রিটিশ জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন খোলনলচে বদলে আবার চালু করতে সক্রিয় হয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। গত মে মাসে শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, ঔপনিবেশিক আইনের রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ধারা এবং সাজার বিধানগুলি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংবিধান বেঞ্চে পাঠাল শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের তরফে এ বিষয়ে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হলেও প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছে। জানিয়েছে, অন্তত পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সংবিধান বেঞ্চ বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করবে।

এই মামলায় কেন্দ্রের তরফে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানি আগের শুনানিতে শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিলেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারা-সহ রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের আওতায় থাকা বিভিন্ন ধারাগুলি পরীক্ষা করার কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র। সেই প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ঔপনিবেশিক জমানার বিধানগুলির প্রয়োজনীয় বদল করা হতে পারে বলেও জানান তিনি।

এর পরে গত ১১ অগস্ট বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করে জানান, ১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (ভারতীয় দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' দিয়ে। ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' দ্বারা এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' (ভারতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ আইন) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় সাক্ষ্য বিল'-এ। তার পরেই বিল তিনটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত নয়া আইনে দেশদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহের চিরাচরিত আইনটি আর থাকছে না বলেও শাহ জানিয়ে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২৪এ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা ছিল, তা বাতিল করা হচ্ছে। যদিও নতুন বিলে উল্লেখ রয়েছে, ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে এমন কাজ করলে যথোচিত শাস্তি হবে। বিলে সেকশন ১৫০-য় সেই সংস্থান রাখা হয়েছে। সেই বিল কার্যক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের তুলনায় বেশি আগ্রাসী বলে অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই।

শীতের মরশুমে দিল্লিতে নিষিদ্ধ সমস্তরকম আতসবাজি

দূষণ ঠেকাতে অ্যাকশন প্ল্যান অক্টোবরে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: প্রতি বছর শীতের মরশুমে দূষণে দমবন্ধকর পরিস্থিতি হয়ে ওঠে দিল্লিতে। এই পরিস্থিতির সূচনা হয় দীপাবলীতেও। রাজধানী জুড়ে আতশবাজির তাণ্ডব এক মুহূর্তে বাতাসের পরিস্থিতি একেবারে বদলে দেয়। প্রতি বছর তাই দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা বিস্তর হয়। আতসবাজি তো আছেই, তার সঙ্গে শীতের মরশুমে ধানগাছের গোড়া পোড়ানোও অন্যতম একটা বড় সমস্যা। আর এই কাজ নিয়েই হরিয়ানা এবং দিল্লি পরস্পরের বিরুদ্ধে আঙুল তোলাও যেন একটা স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

দীপাবলিতে দিল্লি যাতে গ্যাস চেম্বারে পরিণত না হয়, তাই আগেভাগেই কড়া পদক্ষেপ করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই সোমবার ঘোষণা করেন, এ বার দীপাবলিতে কোনও বাজি পোড়ানো যাবে না। এমনকী গ্রিন ক্র্যাকারও। দূষণ ঠেকাতে এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। দিল্লি পুলিশকে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে যাতে কাউকে বাজি বিক্রির লাইসেন্স না দেওয়া হয়, সে দিকটাও নজরদারি চালাতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। শুধু তাই-ই নয়, বাসিন্দারা যাতে উৎসবের মরশুমে বাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকেন, সেই বিষয়েও সচেতনতা বাড়ানোর কাজ চালাতে হবে।

মন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, 'দিল্লির বাতাসের মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু শীতের মরশুম আসছে, ফলে দূষণ বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। অক্টোবর এবং নভেম্বরে রাজধানীর বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই এই পরিস্থিতি ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী একটি অ্যাকশন প্ল্যান বানাচ্ছেন। ১ অক্টোবর তা প্রকাশ্যে আনা হবে।'

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'গ্রিন ক্র্যাকার' ব্যবহারে ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে, 'গ্রিন ক্র্যাকার'-এর আড়ালে সমস্ত রকম বাজি বিক্রি হচ্ছে। ফলে দূষণ আরও বেড়েছে। তাই এ বার 'গ্রিন ক্র্যাকার'-এও নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটছেন তাঁরা।

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, অনেক সময় প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে দিল্লিতে বাজি ঢোকে। সীমানা এলাকাগুলি দিয়ে যাতে বাজি দিল্লিতে না ঢুকতে পারে, সেই বিষয়টিও পুলিশকে সুনিশ্চিত করতে হবে। দূষণ কী ভাবে ঠেকানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে বৈঠক ডেকেছেন পরিবেশ মন্ত্রী। ২৪ জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সংগঠনগুলিকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। দিল্লি সরকার সূত্রে খবর, দীপাবলি এবং শীতের মরশুমগুলিতে দূষণ কী ভাবে ঠেকানো হবে, তা স্থির করতে অক্টোবরে 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করবেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বানিহালে ধস নামায় খাদে পড়ল ট্রাক, মৃত ৪

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর: জম্মু-কাশ্মীরের বানিহালে ধস নেমে একটি ট্রাককে খাদে আছড়ে ফেলল। ঘটনায় মৃত চার জন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বানিহালের শের বিবি এলাকায়। পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে এসে একটি ট্রাককে খাদে আছড়ে ফেলে দেয়। এর ঘটনায় ট্রাকচালক-সহ মৃত্যু হয়েছে চার জনের। পুলিশ সূত্রে খবর, জম্মু থেকে শ্রীনগর যাচ্ছিল ট্রাকটি। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে শের বিবি এলাকায় আচমকাই ধস নামে। পাহাড় থেকে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়তে থাকে রাস্তায়। সেই ধসের মাঝে আটকে গিয়েছিল একটি ট্রাক। একটি বিশাল পাথরের চাঁই এসে ট্রাকের উপর পরে। তার পর সেটিকে নিয়ে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে আছড়ে ফেলে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ট্রাকের যাত্রীদের। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ট্রাকে করে গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই গবাদি পশুগুলিরও মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর বানিহালে যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তার যেখানে ধস নেমেছে তার দু'পাশে কয়েকশো গাড়ি আটকে পড়ে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দ্রুত ধস এবং পাথরের চাঁইগুলিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাতিল কাগজপত্র বিক্রি করে ৬০০ কোটি টাকা আয় করল কেন্দ্র!

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: সরকারি অফিসের আবর্জনা বিক্রি করে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা আয় করে ফেলল কেন্দ্রীয় সরকার। বাতিল কাগজপত্র, ফাইল, অকেজো যানবাহন ইত্যাদি এই বিক্রির তালিকায় আছে। নিউজ ১৮-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারের এই আয়ের পরিসংখ্যান অগস্ট পর্যন্ত। আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে আয়ের পরিমাণ হাজার কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারে। কিছু দিন আগে ভারত চাঁদে মহাকাশযান পাঠিয়েছে। ইসরোর তাতে খরচ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। সেই প্রকল্পের সমান টাকা বাতিল জিনিসপত্র বিক্রি করেই তুলে ফেলেছে কেন্দ্র।

প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে সাফাই অভিযান চালাচ্ছে সরকার। আগামী ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবার একটি অভিযান চলবে। যার মূল লক্ষ্যই হল পরিচ্ছন্নতা। প্রশাসনে বিভিন্ন ঝুলে থাকা কাজ কমাতে এই অভিযানের আয়োজন। গত বছর অক্টোবর মাসেও এমন একটি আয়োজন করা হয়েছিল। সে বার সরকার ৩৭১ কোটি টাকা আয় করেছিল। আগামী অক্টোবরে সরকারের লক্ষ্য অন্তত ৪০০ কোটি টাকা।

২০২১ সালে প্রথম এমন সাফাই অভিযান করেছিল সরকার। সে বছরের অক্টোবরে বাতিল কাগজপত্র থেকে ৬২ কোটি টাকা মিলেছিল। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের স্টিলের আলমারি খালি করা, বাজেয়াপ্ত করা যাবতীয় পুরনো গাড়ি নিলামে করা, এই অভিযানের কর্মসূচিতে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ৩১ লক্ষ সরকারি ফাইল আলমারি থেকে সরানো হয়েছে। ১৮৫ লক্ষ বর্গফুট জায়গা খালি হয়েছে গত দু'বছরে।

দ্বিতীয় দফার সাফাই অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের ১.০১ লক্ষ অফিসের ঠিকানায় ঢুঁ মেরেছিলেন আধিকারিকেরা। তৃতীয় দফায় প্রায় দেড় লক্ষ ঠিকানায় জায়গা খালি করতে যাওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে।

জি-২০ সামিট নিয়ে উচ্ছ্বসীত বাইডেন, ভারতের প্রশংসায় মুখর মার্কিন প্রশাসন

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নয়া দিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ সামিট সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। এমনই মত মার্কিন প্রশাসনের। তাই সাংবাদিক বৈঠক করে জি-২০ সামিটের দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। ওয়াশিংটনেই সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, এটা (নয়া দিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ সামিট) সফল হয়েছে। জি-২০ একটা বড় প্রতিষ্ঠান। রাশিয়া এবং চিনও জি-২০-র সদস্য।'

মূলত, জি-২০-র সফলতা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবেই ভারতকে দরাজ সার্টিফিকেট দেন মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। জি-২০ সামিট নিয়ে নয়া দিল্লির তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তারও প্রশংসা করেন মিলার। তিনি বলেন, 'এখানে (জি-২০) বিভিন্ন মতামতের সদস্য আছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই সংস্থাটি এমন একটি বিবৃতি জারি করতে সক্ষম হয়েছিল যা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার আহ্বান জানায় এবং এই নীতিগুলি লঙ্ঘন করা উচিত নয় বলে জানায়।' এমনকী, ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রসঙ্গ তোলা হলেও রাশিয়ার নাম নেওয়া হয়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

নয়াদিল্লির তরফে দেওয়া বিবৃতিতে ইউক্রেনে যুদ্ধ প্রসঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়েও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নয়া দিল্লির জি-২০ সামিট মঞ্চ থেকে সকল সদস্যকে 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের' অঙ্গীকার নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। যার বিশেষ প্রশংসা করেছে চিনও। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফেও মিলল সার্টিফিকেট।

ভারতের সভাপতিত্বে এবারেই প্রথম জি-২০ সামিট আয়োজিত হয়। গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দু-দিন ব্যাপী নয়া দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম'-এ সামিট বসে। চিন ও রাশিয়া বাদে জি-২০-ভুক্ত সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাই সামিটে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এই সামিট থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রীবৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন, জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা এবং বিশ্বব্যাপী সকলকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এরপর আগামী বছরের জি-২০ সামিটের দায়িত্বভার ব্রাজিলের হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রেল ও মেট্রোর জন্য উষার বিশেষ সিগন্যালিং কেবল

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর: রেল ও মেট্রো রেলওয়ের সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উষা কেবল ইন্ডাস্ট্রি এবার বাজারে আনল তাদের নতুন ব্র্যান্ড উষা কেবল। সংস্থার ডিরেক্টর আমন গুপ্তা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরেই সংস্থার তরফে এই বিশেষ কেবল তৈরি করা হচ্ছিল। বাজারে চাহিদা বাড়তে থাকায় আরও ভালো গুণমানের কেবল তৈরি করা হচ্ছিল। এখন থেকে বাজারে এই বিশেষ সিগন্যালিং কেবল সহজেই উপলব্ধ হবে।' এর পাশাপাশি টেন্ট ডেকরেটর কেবল কপার রাবার পিভিসি কেবলও বাজারে এনেছে সংস্থা। এই কেবল এলএসি-তেও ব্যবহার করা হয়।

গ্রেপ্তার গোরক্ষক মনু মানেসর

চণ্ডীগড়, ১২ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হল গোরক্ষক হিসেবে পরিচিত, বজরং দলের বিশিষ্ট নেতা মনু মানেসার। রাজস্থানের দুই মুসলিম যুবককে হত্যায় অভিযুক্ত সে। গত ফেব্রুয়ারি মাসেই এই মামলায় প্রেক্ষিতে তাঁর নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তবে, তারপর থেকে ফেরার ছিল মনু। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছিল রাজস্থান ও হরিয়ানার পুলিশ। সম্প্রতি, এক ধর্মীয় মিছিলকে কেন্দ্র করে হরিয়ানার নুহ-তে যে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ক্ষেত্রেও উঠে এসেছিল মনু মানেসারের নাম। ওই মিছিলে মনু আছে, এমন জল্পনাকে কেন্দ্র করেই সংখ্যালঘু এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। এদিন, তাকে গ্রেপ্তার করেছে হরিয়ানা পুলিশ। তাকে রাজস্থান পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে, জানিয়েছে তারা।

সোশ্যাল মিডিয়ায়, স্থানীয় এক দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার একটি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্রেপ্তারির সময়ে মনু মানেসার একাই ছিল। সাধারণ পোশাকে এসে হরিয়ানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তবে, হরিয়ানার ঠিক কোন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা জানা যায়নি। হরিয়ানা পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তথ্য প্রযুক্তি আইনের জামিনযোগ্য ধারায় আটক করা হয়েছে মানেসারকে। নুহ-এর হিংসার আগে, সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে মানেসারের বিরুদ্ধে।

লিবিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় মৃত প্রায় ২ হাজার

নিখোঁজ ৬ হাজার মানুষ

ত্রিপোলি, ১২ সেপ্টেম্বর: লিবিয়ার ভয়াবহ বন্যায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১ হাজার মানুষের। ডারনা শহরের স্থানীয় প্রশাসনের অনুমান, এই সংখ্যাটা দ্রুত বাড়বে। শেষ পর্যন্ত ২ হাজারেও পৌঁছে যেতে পারে মৃতের সংখ্যা। শহরের অন্তত ২৫ শতাংশ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন লিবিয়ার স্থানীয় প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত বন্যায় নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ৬ হাজার মানুষ।

পূর্ব লিবিয়ার মন্ত্রী হিচেম চকিওয়াত জানান, বন্যার কারণে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ডারনা শহর। নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহ। আপাতত ১ হাজার দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে এই সংখ্যাটা একেবার প্রাথমিক। শেষ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। বন্যার জেরে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে লিবিয়ার ডারনা শহর। হিচেম জানিয়েছেন, 'আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। তবে এই বন্যায় শহরের অন্তত ২৫ শতাংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রচুর বাড়ি ভেঙে পড়েছে।'

বন্যার পর রেড ক্রসের তরফে প্রাথমিকভাবে বলা হয়, ১৫০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। সোমবার এই পরিসংখ্যান প্রকাশ হয়েছিল। মাত্র একদিনের মধ্যেই লাফিয়ে বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। লিবিয়ার সেনার অনুমান, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বন্যা হওয়ার ফলে বহু মানুষ সাগরে ডুবে গিয়েছেন। বেসরকারি সংস্থাগুলির মতে, ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ২ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে।

বন্যাবিধ্বস্ত ডারনার একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। কোনও মতে প্রাণ বাঁচিয়ে বেশ কয়েকটি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। ঘুমের মধ্যেই জলে ভেসে গিয়েছে তাঁদের বাড়ি। অনেক এলাকায় প্রায় ১০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে লিবিয়ার একাধিক এলাকায়। ইতিমধ্যেই বন্ধু রাষ্ট্রগুলি থেকে ত্রাণ চেয়ে আবেদন করেছে লিবিয়ার প্রশাসন।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) Name of Work: Annual Operation and Maintenance Contract for One Movable Compactor Vehicle No- WB-23D-0523 under Baranagar Municipality NIeQ No:- WBMAD/ BM/HD/NIQ-68 (eP)/2023-24 Dated-04.09.2023, Tender ID : 2023_MAD_563556 _1. Due to unwilling delay held in publication of advertisement the Last Date of Bid Submission for the above mentioned e- Tender is hereby extended up to **21.09.2023** and Bid Opening Date will be **26.09.2023**. **For details please log on to www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Chairman

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Khandaghosh Development Block
Sagrai, Purba Bardhaman
E-NIT No. BWN BWN/BDO/KH/NIeT-01/ 2023-24 Dt.12/09/2023 Tender Id: 2023_ DMB_567257_1 to 2
Bid submission start Dt. & Time (online): **12/09/2023 from 01:00pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **19/09/2023 up to 06:00pm**
For viewing Tender: www.wbtenders. gov.in
Block Development Officer
Khandaghosh Development Block

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
ASANSOL
Notice Inviting E-Tender
E. Tender Notice No. 163/PW/Eng/2023 dated 12-09-2023
Memo No. 912/PW/Eng/2023 dated 12-09-2023
Please visit to website www.asansolmunicipalcorporation.net or www.wbtenders.gov.in
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

PATASHPUR-II PANCHAYAT SAMITI
Purba Medinipur
e- Tender Notice
The undersigned is inviting E-Tender for construction of Two nos. Segregation shade with Toilet & Change Room for SWM Project Fund vide **Memo No. 560/Tender/EO/PTP-2/2023-24 Dt. 11.09.2023**. Intending bidders may visit e-procurement portal **www.wbtenders.gov.in** or office notice board of the undersigned for details of the tenders. **Tender IDs are as follows - 2023_ZPHD_567108_1, 2023_ZPHD_567108_2**
Sd/- Executive Officer ,
Patashpur II Panchayat Samiti

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
E-Tender Notice No. 164/PW/Eng/2023 dated 12.09.2023
Memo No. 913/PW/Eng/2023 dated 12.09.2023
Please visit to website www.asansolmunicipalcorporation.net or www.wbtenders.gov.in. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supply & distribution of Fruit Plant saplings. For details please visit the office of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KRVP, Purulia for NIT No-02(e) /RAD_NMSA-2023-24/DDASC Dt 08/09/2023; (ii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., Purulia for 02(e) /RAD_NMSA-2023-24/SC-Extn; Dt 08/09/2023; (iii) Asstt. D. A. (Admn) Soil Cons., DPAP, Purulia for NIT No-02(e)/ RAD_NMSA-2023-24/SC-DPAP; Dt 08/09/2023
Sd/-A. Acharjee
Deputy Director of Agriculture (S. C.)
KRVP, Purulia

পূর্ব রেলওয়ে
মাছ ধরার অধিকারের জন্য অকশন
নং ঃ এল/৩/বিপি/বিপি/ইউডিএল, তারিখ ঃ ০৫.০৯.২০২৩। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার(১), পূর্ব রেলওয়ে, অন্ডাল ০১.০৯.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৬ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/১/অন্ডালের শাখায় মাছ ধরার অধিকারের কাজে অকশনের জন্য লাইসেন্স আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত বরোপিটের লাইসেন্স প্রদানের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের থেকে ওপেন পাবলিক অকশনে অংশ নিতে বিডারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। **অকশনের তারিখ ঃ ২০.০৯.২০২৩। অকশনের সময় ঃ বেলা ১১টা। অকশনের স্থান ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/১/অন্ডালের অফিস। **বরোপিটের বিবরণ ঃ** ব্লক নং ৬০১, ৬১২ ও ৬১৩-এর পাশে অন্ডালের ওয়ার্কশপ কলোনিতে বরোপিট। **মোট সংযুক্ত এলাকা (বর্গমিটারে) ঃ** ২৬৫৫.৫ বর্গমিটার। (ASN-115/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আদ্রা ডিভিসনে বিজ্ঞাপন ও এমএসএস কন্ট্র্যাক্টের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএমএমএল.-১/এডিভিটি. অ্যান্ড এমএসএস/০৯/২৩ তারিখ ঃ ১১.০৯.২০২৩
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ
ক্যাটিগরি ঃ বিজ্ঞাপন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এডিভিটি৩৫। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** (১) এডিভিটি-এডিআরএ-বিকেএসসি-ওএইচ-১১৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন– আউট অফ হোম), (২) এডিভিটি-এডিআরএ-পিআরআর-ওএইচ-১১৫-২৩-২ (বিজ্ঞাপন– আউট অফ হোম), (৩) এডিভিটি-এডিআরএ-বিকিউএ-ওএইচ-১১৭-২৩-১ (বিজ্ঞাপন– আউট অফ হোম), (৪) এডিভিটি-এডিআরএ-বিইউআরএন-ওএইচ-১১৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন– আউট অফ হোম)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২২.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২২.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা।
ক্যাটিগরি ঃ এমএসএস। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** ডব্লুভিএম০৬। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** (১) এমএসএস-এডিআরএ-পিআরআর-ডব্লুভিএম-৫-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্), (২) এমএসএস-এডিআরএ-পিআরআর-ডব্লুভিএম-৬-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্), (৩) এমএসএস-এডিআরএ-এডিআরএ-ডব্লুভিএম-৪-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্), (৪) এমএসএস-এডিআরএ-এডিআরএ-ডব্লুভিএম-৩-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২০.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২০.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টা। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** ডব্লুভিএম০৭। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এডিআরএ-বিকিউএ-ডব্লুভিএম-৭-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২৫.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৫.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিট। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** ডব্লুভিএম০৮। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** (১) এমএসএস-এডিআরএ-ভিএসইউ-ডব্লুভিএম-৮-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্), (২) এমএসএস-এডিআরএ-বিইউআরএন-ডব্লুভিএম-১০-২৩-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস– ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনস্)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.৪০ মিনিট।
দ্রষ্টব্যঃ সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **(www.ireps.gov.in)**-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-596) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Bagchi Jamsherpur Namita-Sankar B.Ed College
(Recognised by NCTE & Affiliated to BSAEU Erstwhile WBUTTEPA).
Seeks application from the eligible candidate for the post of Librarian. Selection will be made as per NCTE Norms 2014 & New Regulation. Apply to the Secretary, Bagchi Jamsherpur Namita Sankar B.Ed College within 7 days. P.O. Bagchi Jamsherpur, PS-Hogalbaria, Dist. Nadia, Pin-741122, Contact-9734497894, Email id-**bjnsbc2013@gmail.com.**

e-TENDER NOTICE
e-TENDER are invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW-II/528/23.Dated: 11/09/2023. Tender ID:2023_ZPHD_567141 _1 to 3. Bid submission closing date: 18/09/2023. Technical Bid open: 21/09/ 2023 at 11 AM. Details on: https://wbtenders.gov.in or contact to the G.P Office.
Sd/-Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIT) No: 452/MM/NIeT/2022-23 (3call), Dated: 07-03-2023.** The last date for online submission of tender is **19-09- 2023 (Tuesday) up to 16:00 Hours.**
For details please visit website: https://wbtenders.gov.in
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/ 002(e)/2023-24dt.08.06.2023
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for supply of Tyre, Tube & Rim for Trailer mount Water Tanker and Refuse Trailer. Documents download start date & Bid submission start date– **09.06.2023.** Bid Submission Closing Date–20.06.2023. For Details:-**https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

e-Tender Notice
E-Tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs.Etender Notice 2023_ZPHD_567557_1, 2023_ZPHD_567603_1, 2023_ZPHD_567635_1, 2023_ZPHD_567668_1, 2023_ZPHD_567696_1, Memo No. 300/Ganga/23-24, Dated -12.09.23 and 2023_ZPHD_567780_1, Memo No. 301/Ganga/23-24, Dated-12.09.23 More details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/-Pradhan
Ganganandapur GP. Bongaon Block North 24 Pgs

HARISHPUR GRAM PANCHAYAT
PENRO, UDAYNARAYANPUR, HOWRAH
TENDER NOTICE
E-Tender (1 st Call) is invited by The Prodhan, Harishpur Gram Panchayat, under Udaynarayanpur Dev. Block in district Howrah from bonafied and resourceful contractors for the Six nos civil work.

Tender Reference Number –	
1) 21/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)	2) 22/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)
3) 23/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)	4) 24/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)
5) 25/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)	6) 26/HGP/SBM(G)+15 TH CFC/(2023-24)

Bid submission of Start date- **12/09/2023 from 2:00 p.m.** & Bid submission of Last date- **26/09/2023 to 3:00 p.m.**
Intending tenderers may visit for the website, https://wbtenders.gov.in for further details.
Sd/- Prodhan,
Harishpur Gram Panchayat,
Udaynarayanpur, Howrah

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 94, KOLKATA, WEDNESDAY,
13 SEPTEMBER 2023, PAGE 8

ভেল্লালাগে-আসালাঙ্কার ঘূর্ণিতে নাটকীয় ধস, ভারত শেষ ২১৩ রানেই

কলম্বো: শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি মানসিক ধকলও তো গেছে। এসবের একটা তো 'মাশুল' তো থাকবেই, আর সেটাই কি আজ দিতে হলো ভারতকে? নইলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারতের ৪৯.১ ওভারে মাত্র ২১৩ রানে অলআউট হওয়ার ক্রিকেটীয় কারণের বাইরে ব্যাখ্যা আর কী হতে পারে! সেটিও আবার ৮০ রানের ওপেনিং জুটির পর। গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে জেতার পরই তো সঞ্জয় মাঞ্জরেকারকে বলে রেখেছেন কোহলি, 'আমি খুব ক্লান্ত।'

মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে সেই ক্লান্তি খেলোয়াড়দের পুরোপুরি কাটার কথা নয়। যে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারতের ব্যাটিং গত দুই দিনই পাকিস্তানের তারকাখচিত পেস আক্রমণকে পরোয়া করেনি, সেই একই ব্যাটিং ভুগেছে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের বিপক্ষে। বাঁহাতি স্পিনার দুনিত ভেল্লালাগে একাই ৪০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট।

৪৭তম ওভার শেষে বৃষ্টি হানা দেওয়ায় ভারতের ইনিংস শেষ হতে দেরি হয়। তখন ভারতের সংগ্রহ ছিল ৯ উইকেটে ১৯৭। বৃষ্টি থামলে খেলা শুরুর পর বাকি ৩ ওভারও ব্যাট করতে পারেনি ভারত। রোহিত-কোহলিদের বিপক্ষে এই ম্যাচে স্পিনের জাল বিছিয়ে একটি নজিরও গড়েছে শ্রীলঙ্কা।

ওয়ানডে ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতের বিপক্ষে প্রতিপক্ষ দলের স্পিনাররা সবগুলো উইকেটই নিলেন। অন্য উইকেটটি মহীশ তিকসানার। সব মিলিয়ে যেকোনো দলের বিপক্ষে এটি ১০ম ঘটনা।

টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত কিন্তু দারুণ শুরু পেয়েছিল। ভেল্লালাগের বলে ১১.২ ওভারে বোল্ড হওয়ার আগে রোহিতের সঙ্গে ৮০ রানের জুটি গড়েন শুবমান গিল (১৯)। ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের জুটি হয়ে থেকেছে সেটিই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটিটি লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষানের; ৮৯ বলে ৬৩। গিল আউট হওয়ার এক ওভার পরেই ভেল্লালাগেকে লেগ সাইডে খেলতে গিয়ে শর্ট মিডউইকেটে ক্যাচ দেন কোহলি (১২ বলে ৩)। একটু থেমে আসা স্পিন খেলতে সমস্যা হচ্ছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া তারকার।

দুই ওভার পর রোহিতও ভেল্লালাগের নিচু হয়ে আসা বলে বোল্ড হন। ৪৮ বলে ৫৩ রান নিয়ে রোহিত যখন ড্রেসিংরুমে ফিরছিলেন তখনও ভারতের সাদামাটা সংগ্রহের কথা সম্ভবত কেউ ভাবেননি। কারণ, পাঁচে ছিলেন লোকেশ রাহুল। চতুর্থ উইকেটে কিষানের সঙ্গে গড়া জুটিতে প্রাথমিক বিপর্যয় কাটান রাহুল। কিন্তু ৩০তম ওভারে দলীয় ১৫৪ রানে ভেল্লালাগেকে ক্যাচ দেন রাহুল (৪৪ বলে ৩৯)। এরপরই ভারতের বড় সংগ্রহের আশা ধীরে ধীরে শেষ হতে থাকে।

হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল;এই তিন অলরাউন্ডারের কেউ চাপের মুখে ভারতকে রান এনে দিতে পারেননি। ৫ রানে পান্ডিয়া ও ৪ রানে আউট হন জাদেজা। ২৬ রানে আউট হন অক্ষর। তবে ভারত এই রানও করতে পারত না, যদি অবদান না থাকত 'মি. এক্সট্রা'র;২১!

চোট বিতর্কে নয়া মোড়, ফিট হয়েও আবার 'আনফিট' শ্রেয়স

কলম্বো: এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট জয়ের পরও অস্বস্তি ভারতীয় শিবিরে। বাবর আজমের টিমের বিরুদ্ধে জোড়া সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল। কুলদীপ যাদব নিয়েছেন ফাইফার। দু'দিন ধরে চলা ভারত-পাক ম্যাচে ব্যাটে-বলে গ্রিন আর্মিকে পরাস্ত করেছে ভারত। এরই মাঝে ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা। পিঠে অল্প চোটের কারণে, পাক ম্যাচে খেলতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পান লোকেশ রাহুল। কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও তিনি খেলতে পারবেন না। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে তাঁর মেডিকেল আপডেট শেয়ার করা হয়েছে। এশিয়া কাপের পর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। যে কারণে বার বার ক্রিকেট মহলে বলা হচ্ছিল, চোট পাওয়া ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করার প্রশ্নই নেই। চলতি বছরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আমেদাবাদ টেস্টের সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। সেই চোট এতটাই মারাত্মক ছিল যে, মার্চ মাস থেকে মাঠের বাইরে শ্রেয়স। কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ম্যাচে খেলেননি তিনি। লন্ডনে পিঠের অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাঁকে।

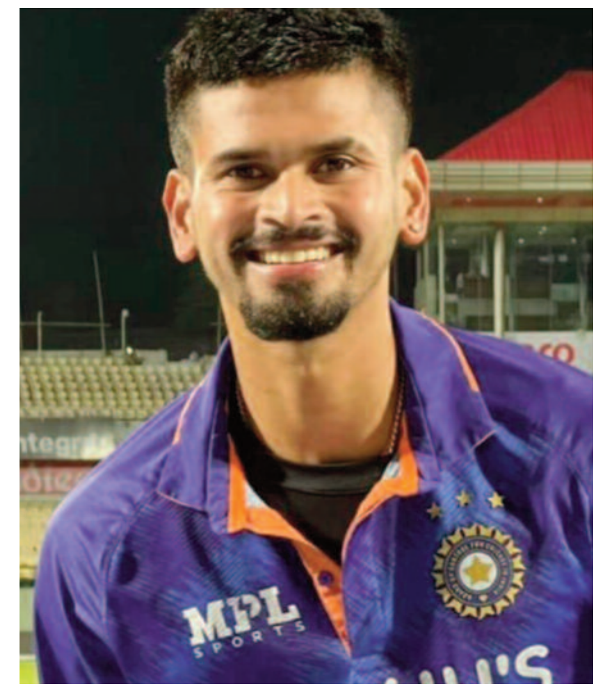

শ্রেয়স আইয়ারের মতো লোকেশ রাহুলও দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন থাই মাসেলে চোটের কারণে। অথচ, এশিয়া কাপের আগে বার বার শোনা যাচ্ছিল দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন রাহুল ও শ্রেয়স। তাঁরা দীর্ঘদিন এনসিএতে রিহ্যাব পর্ব কাটান। তারপর এশিয়া কাপ দিয়ে জাতীয় দলে ফেরেন। এই দুই ক্রিকেটারকে ভারতের ওডিআই বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছে। তারই মাঝে এশিয়া কাপে হঠাৎ চোট রাহুলের। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল আপডেটে জানানো হয়েছে, শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাক স্প্যাজম পুরোপুরি ঠিক হয়নি। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের সুপার ফোরের ম্যাচের জন্য সফর করবেন না। এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার পর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের আগে তিনি ফিট হয়ে ওঠায়, ভারতের বিশ্বকাপ টিমে তাঁকে রাখা হয়েছে। এ বার হঠাৎ করে শ্রেয়সের পিঠের চোট অবশ্য টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তা বাড়িয়ে দিল।

বিরাটের সঙ্গে ব্যাট করলে স্বস্তিতে থাকি, জানালেন কেএল রাহুল

কলম্বো: পাকিস্তানের বোলাররা অনেক চেষ্টা করেও দু'জনকে থামাতে পারেননি। চলতি এশিয়া কাপের সুপার ফোরের লড়াইয়ে দাপট দেখার বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুল। 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট দেখান টিম ইন্ডিয়ার দুই ব্যাটার। যদিও এদিনও বারবার বৃষ্টি রুখে দাঁড়িয়েছিল। তবে এতে বিরাট ও কেএল রাহুলের কোনও সমস্যা হয়নি। একে বাবর আজমের খারাপ নেতৃত্ব এবং এরসঙ্গে যোগ হয়েছিল হ্যারিস রাউফের আঙুলে চোট। সেই সুযোগে বাইশ গজে ঝড় তুলতে শুরু করেন দু'জন। বাকি ২৫.৫ ওভারে ঝড়ের গতিতে ২০৯ রান তুলে দেন বিরাট ও রাহুল। একইসঙ্গে তৃতীয় উইকেটে যোগ করেন অবিচ্ছেদ্য ২৩৫ রান। সেখ ানে থেকে আর খেলায় ফিরে আসতে পারেনি বিপক্ষ।

ম্যাচের শেষ কেএল রাহুল বলেন, তবিরাট একদিনের ক্রিকেটে ১৩ হাজার রান করে ফেলেছে। ওর সম্পর্কে নতুন কিছু তো বলার নেই। কত বড় ক্রিকেটার সেটা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন একজন লেজেন্ডের সঙ্গে ক্রিজে সময় কাটানো আমার কাছে দারুণ অভিজ্ঞতা।দ গত ম্যাচে শুধু চার-ছক্কার বন্যা নয়, দুজন প্রচুর সিঙ্গলস ও ডাবলস রান নিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে কেএল রাহুল ফের যোগ করেছেন, তবিরাট স্বার্থপ্পর ক্রিকেটার নয়। ও নিজের রানের প্রতি যে ভাবে রান নেই, পার্টনারের ক্ষেত্রে ও তেমনই ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেজন্যই বিরাট বাকিদের থেকে আলাদা।দ বিরাট ৯৪ বলে ১২২ রানে অপরাজিত ছিলেন। মারলেন ৯টি চার ও ৩টি ছক্কা। তবে কেএল রাহুলও পিছিয়ে ছিলেন না। সেখানে কেএল রাহুল খেলে দিলেন ১০৬ বলে ১১১ রানের ইনিংস। মারলেন ১২টি চার ও ২টি ছক্কা। প্রতিটি শটে যেন নিন্দুকদের প্রতি নীরব হুঙ্কার লেখা ছিল। চার মাস পর মাঠে নেমে এমন ইনিংস খেলার পর বিরাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি।

ব্রুনো ফের্নান্ডেজের 'হ্যাটট্রিক'এ সবচেয়ে বড় জয় পর্তুগালের

লিসবন: নির্বাসনের কারণে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জাতীয় টিমে নেই। তাতে কী, ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বে বিরাট ব্যবধানে জয় পেল পর্তুগাল। লুক্সেমবার্গকে ৯-০ উড়িয়ে দিলেন ব্রুনো ফের্নান্ডেজ, গন্সালো রামোস, গন্সালো ইনাসিওরা। ন'গোলের ম্যাচে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্রুনো। তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। তবে গোলের নয়, অ্যাসিস্টের। সঙ্গে একটা গোলও করেছেন। পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে গোল করেন পিএসজির তারকা গন্সালো রামোস। প্রথমার্ধেই ৪-০ করে ফেলেছিল পর্তুগাল। ইনজুরি টাইমে হেডে দ্বিতীয় গোল ইনাসিওর। বিরতির পরও থামেনি পর্তুগাল। দ্বিতিয়ার্ধেও বিধ্বংসী ফুটবল খেলে রবের্তো মার্তিনেজের টিম। ব্রুনোর পাস থেকে বিরতির পরই গোল করেন লিভারপুলের তারকা দিয়োগো জোটা। তাঁর গোলের ২০ মিনিট পরেই ষষ্ঠ গোল রিকার্ডো হোর্তার। টিমের হয়ে সপ্তম গোল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের

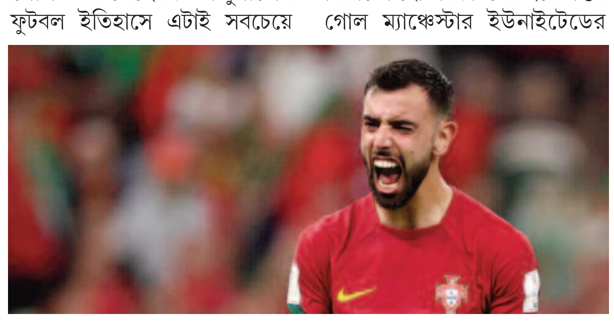

বড় জয়। আর এই ঐতিহাসিক ম্যাচে জড়িয়ে থাকতে পারলেন না সিআর সেভেন। তাঁর অভাব অবশ্য বুঝতে দেননি পর্তুগিজ তারকারা।

লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে টিমের হয়ে গোলের খাতা খুলেছিলেন ইনাসিও। ১২ মিনিটের মাথায় তিনি গোল করতেই পর্তুগাল পুরো ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। পর পর জোড়া মিডফিল্ডার ব্রুনোর। বাকি দু'গোল জোয়াও ফেলিক্স ও জোটার। এই দুরন্ত জয়ের ফলে জে গ্রুপে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পর্তুগাল। দু'নম্বর টিম স্লোভাকিয়ার থেকে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে। আগামী বছরের ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক কদম এগিয়ে গেলেন ব্রুনোরা।

সাদা বলে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার, দশ হাজারের ক্লাবে রোহিত

কলম্বো: ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালের পুনরাবৃত্তি করতে হলে অন্যতম ভরসা ওপেনার রোহিত। সাদা বলের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার রোহিত শর্মা। গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপ থেকে খেলার স্টাইল বদলেছেন। অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে ব্যাট করছেন। তার ফলে স্ট্রাইকরেট বাড়লেও বড় স্কোর এসেছে খুব কম। ২০১৯ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছিলেন রোহিত। সেই অবধি তাঁর শতরানের সংখ্যা ছিল ২৭। গত চার বছরে মাত্র ৩টি সেঞ্চুরি ওয়ান ডে-তে। হাফসেঞ্চুরির সংখ্যা অবশ্য বেড়েছে। এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান পাননি। এরপর টানা তিন ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে আরও একটা হাফসেঞ্চুরির ইনিংসে ওডিআই ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলকও পেরিয়ে গেলেন রোহিত শর্মা।

ভারতের ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ওয়ান ডে ফরম্যাটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক পেরোলেন রোহিত।

কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে নেমেছে ভারত। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামেন রোহিতরা। ভারতীয় ইনিংসের সপ্তম ওভারে কাসুন রজিথার বোলিংয়ে ছয় মেরে ওয়ান ডে কেরিয়ারে ১০ হাজার রানের মাইলফলকে এই ওপেনার। এক দিন আগেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে এই ফরম্যাটে ১৩ হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন বিরাট কোহলি। এ বার তাঁর সতীর্থ এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়লেন।

রোহিত শর্মা ২৪১ ইনিংসে ১০ হাজার রান করলেন। বিরাট কোহলি করেছিলেন ২০৫ ইনিংসে। বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে এই ফরম্যাটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়েছিলেন মাস্টারব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। ওয়ান ডে কেরিয়ারের তাঁর রান ১৮,৪২৬। ভারতীয়দের মধ্যে এই ফরম্যাটে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে বিরাট কোহলি (১৩,০২৬)। এরপরই রয়েছেন দেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (১১,৩৬৩), টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় (১০,৮৮৯) এবং তিনটি আইসিসি ট্রফি জেতানো অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি (১০, ৭৭৩)। ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বাধিক রানের রেকর্ড রোহিত শর্মার দখ লেই। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ২৬৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খে লেছিলেন রোহিত। সেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই কেরিয়ারের আরও একটা মাইলফলকে পৌঁছলেন ভারত অধিনায়ক।

জ্যোতিষীর পরামর্শে বাছতেন টিম, স্টিমাচকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক ভারতীয় ফুটবলে

নয়াদিল্লি: ভারতীয় ফুটবলে নয়া বিতর্ক। আর তার কেন্দ্রে কোচ ইগর স্টিমাচ। গত বছর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বে কম্বোডিয়া, আফগানিস্তান ও হংকংয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিল ভারতীয় ফুটবল টিম। ওই তিন ম্যাচ এবং জর্ডনের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ওই চারটে ম্যাচের জন্য একাদশ বাছতে এক জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলেন স্টিমাচ। প্রথম টিমে কারা খেলবেন, তা হিসেব কষে ঠিক করে দিতেন ওই জ্যোতিষী। খেলার মাঠে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু এমন আশ্চর্য ঘটনা কখনও দেখা যায়নি। স্টিমাচের এই জ্যোতিষী কাণ্ডে হতবাক হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ফুটবল। কেন এমন করলেন বিদেশি কোচ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবর অনুযায়ী, গত বছর জুন-জুলাই মাসে ভূপেশ শর্মা নামে এক জ্যোতিষীকে কাজে লাগিয়েছিলেন স্টিমাচ। দু'মাস ভূপেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ছিলেন জাতীয় কোচ। সে সময় এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে কোন এগারো ফুটবলারকে মাঠে নামাবেন স্টিমাচ, সেটা ঠিক করে দিতেন ভূপেশ। তার জন্য নাকি ১২-১৫ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ভূপেশ। জাতীয় কোচ ও জ্যোতিষীর মধ্যে ১০০টা মেসেজ চালাচালি হয়েছিল। ভূপেশকে একটি মেসেজে স্টিমাচ লিখেছেন, 'হাই ভূপেশ, আপনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে ভালো লেগেছে। যে যে প্লেয়ারের নাম পাঠালাম, তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী, জানাবেন।' ভূপেশকে চার ফুটবলারের জন্ম তারিখ, মাস, বছর আর জন্মস্থান পাঠিয়েছিলেন স্টিমাচ।

খবরে তুলে ধরা হয়েছে ৯ জুন ২০২২ সালের কথা। তার দু'দিন পর যুবভারতীতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ ছিল ভারতের। সে দিন

স্টিমাচ ১১ ফুটবলারের একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন ভূপেশকে। ফুটবলারদের জন্মের তারিখ থেকে শুরু করে ম্যাচ শুরুর সময় পর্যন্ত দিয়েছিলেন স্টিমাচ। ওই তালিকায় ভূপেশ আবার মন্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাতে জ্যোতিষী লিখেছেন, ভালো, খুব ভালো করতে পারে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে বেরোতে হবে, মাঝারি মানের দিন, ওর জন্য খুব ভালো দিন, আজকের ম্যাচের জন্য ঠিক নয়।' ঘটনা হল, ভূপেশের সঙ্গে স্টিমাচকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন কুশল দাস। তখন তিনি ছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিব। তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন, 'এশিয়ান কাপে ভারত যোগ্যতা অর্জন করবে কিনা, তা নিয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল না। সেই কারণে আমি ভূপেশকে বলেছিলাম স্টিমাচের সঙ্গে যোগাযোগে থাকতে। যদি স্টিমাচের ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে কাজ করবে।'

জ্যোতিষী বিতর্কে স্টিমাচ মুখ খে ালেননি। বিদেশি কোচ সম্প্রতি নানা ব্যাপার নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই বিতর্কে কী বলেন, মুখি য়ে রয়েছে ভারতের ফুটবল মহল।

চার বছর পর ফের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ নির্বাচিত হলেন রঞ্জন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার বছর বাদে ফের একবার বাংলার সন্তোষ ট্রফি দলের কোচ হলেন রঞ্জন চৌধুরী। এর আগে ২০১৮ সালে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন রঞ্জন চৌধুরী। এবার নতন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিলেন পুরনো দায়িত্ব।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রাক্তন সহকারী কোচ চলতি মরশুমে ভবানীপুরের কোচ হিসেবে রয়েছেন। সোমবার অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর আইএফএ অফিসে কোচেস কমিটির বৈঠকে রঞ্জনকে সন্তোষের জন্য বাংলার কোচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইএফএ অফিসে রঞ্জনের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। এবার আর আইএফএ নিজে থেকে কোচ বেছে নেয়নি। সেই নিয়মের এবার বদল ঘটেছিল। নয়া নিয়মে, বাংলা দলের কোচ হতে গেলে আইএফএ , র কাছে আবেদন করতে হত। সন্তোষ ট্রফির কোচ নির্বাচনের জন্য বাংলার ফুটবলনিয়ন্ত্রক সংস্থা তাই আবেদন চেয়েছিল। রঞ্জনও আবেদন করেছিলেন। তিনি ছাড়াও একাধিক আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। তার মধ্যে থেকে রঞ্জন চৌধুরীকে বেছে নেওয়া হয়। আবেদনের ক্ষেত্রে আবার আইএফএ দু'টি শর্তও বেঁধে দিয়েছিল- ১) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে অন্তত পাঁচ বছরের কোচিং করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২) আবেদনকারী কোচের 'এ' লাইসেন্স থাকাটা বাধ্যকতামূলক। এই দুটি শর্ত মেনেই বাংলার কোচ হওয়ার জন্যন আইএফএ-এর কাছে আবেদন করেছিলেন আগ্রহী কোচেরা। আবেদন পত্র জমা হওয়ার পর চূড়ান্ত ভাবে কোচ নির্বাচন করে আইএফএ-এর নির্বাচক কমিটি।

আগের বছর সন্তোষ ট্রফির কোচ বাছাই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং রঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। তাই এবার কোচ বাছাইয়ের আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবেদন করতে বলা হয়েছিল।

২০১৮ সালের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলাকে ফাইনালে তুলেছিলেন রঞ্জন চৌধুরী। তবে ফাইনাল ম্যাচে টাইব্রেকারে কেরলের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলা। বর্তমানে ভবানীপুর দলের হয়ে যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন রঞ্জন। ঘরোয়া ফুটবলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাই তাঁকেই কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। দল নির্বাচনে কোচকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অক্টোবরে পঞ্জাবের অমৃতসরে হবে সন্তোষের যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা রয়েছে। সেখানেই বাংলার প্রথম পরীক্ষা। এদিন বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএর দুই সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব সুফল রঞ্জন গিরি, রাকেশ ঝাঁ , শুভাশিস সরকার এবং নজরুল ইসলাম।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**